দুরন্ত সাতদিন

১৩ বর্ষ – সংখ্যা ২২, ২৬ জুলাই- ২১আগষ্ট, ২০২৩ মূল্য ১০ টাকা ১৬ পাতা RNI Registration No. WBBEN/2009/30683

সভাধিপতি অরুণ ঘোষ

উন্নয়ন করে দেখিয়ে দিতে চাই : অরুণ

দুরন্ত প্রতিবেদন: 'সভাধিপতির চেয়ারটাকে স্রেফ উপভোগ করব, এমন বিলাসী নই। বরং মহকুমা পরিষদ এলাকায় কিছু কাজ করে দেখিয়ে দিতে চাই। এমনকিছু করে যেতে চাই, যা মহকুমার ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।' তৃণমূল পরিচালিত মহকুমা পরিষদের বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে এই মন্তব্য করেছেন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন,'যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি স্বয়ং শিলিগুড়িকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। পাশে রয়েছেন গৌতম দেবের মত কাজের মানুষ, তখন লক্ষ্য পূরণে কোনও সমস্যা হবে না বলেই মনে করি। এই কথা বলার সাহস পাচ্ছি কারণ, এযাবৎ রাজ্যের যত দপ্তরে মন্ত্রী তথা আমলাদের সঙ্গে দেখা করেছি, সমস্ত জায়গা থেকে ইতিবাচক সংকেতই পেয়েছি। সকলেই সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

এরপর ১২ পাতায়

৩০০ কোটির কর্মযজ্ঞ

দুরন্ত প্রতিবেদন:

পাঁচ-দশ কোটি নয়, প্রায় ৩০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায়। পরিষদের দায়িত্বে থাকা তৃণমূলের প্রথম সভাধিপতি অরুণ ঘোষের হাত ধরেই এই বিপুল উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এরসঙ্গে মহকুমা পরিষদে আসা বিভিন্ন তহবিলের টাকা তো আছেই। একেবারে নতুন দায়িত্ব পেয়ে এত টাকার কাজ শুরু করতে পারবেন বলে ভাবতেই পারেননি অনেকে। সেকারণেই সভাপতি অরুণ ঘোষ বিরোধীদের উদ্দেশে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে জানাচ্ছেন,'কেউ এসে বলুন যে কাজ হচ্ছে না। আমরা তথ্য পরিসংখ্যান তুলে হিসেব দিয়ে দেব। প্রমাণ করে দেব, বিগত বাম বোর্ড ৫ বছরে যা করতে পারেনি, আমরা প্রথম এক বছরে তার চেয়ে বেশি কাজ হাতে নিয়েছি। অধিকাংশ কাজ শেষের পথে।' সভাধিপতি জানান, জলের প্রকল্পেই কয়েকশ কোটি টাকা খরচ হবে। প্রতিটি ব্লকে গড়ে ৫-৬ টি করে রিজার্ভার তৈরি হবে। একেকটা রিজার্ভারের খরচই ১০ কোটি টাকা। পথশ্রী প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রী প্রায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। যাতে করে ৪৭টি রাস্তার কাজ পেয়েছি আমরা। এতে করে অন্তত ১০০ কিমি রাস্তার কাজ হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে হবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ন্যুনতম ১ কোটি টাকা খরচ হবে, এর বাইরেও কেন্দ্রীয় ভাবে প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা থেকে বায়োগ্যাস তৈরির কারখানা করা হবে। তাতেও কমপক্ষে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা ১৩টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করেছি। একেকটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য খরচ হচ্ছে ২৮ লক্ষ টাকা। এতে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেচ দপ্তর থেকে ২৩টি বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। সেখানেও প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে। এছাড়া এসজেডিএ, এনবিডিডি সহ অন্যান্য দপ্তর তো আছেই।'

সভাধিপতির সাক্ষাৎকার ৭

মনে বাঘ বনে মেঘ ১১

আক্রান্ত চতুর্থ স্তম্ভ ১৫

নকশাল গ্রামে প্রোমোটাররাজ খতম করব আমরাই : কিশোরী

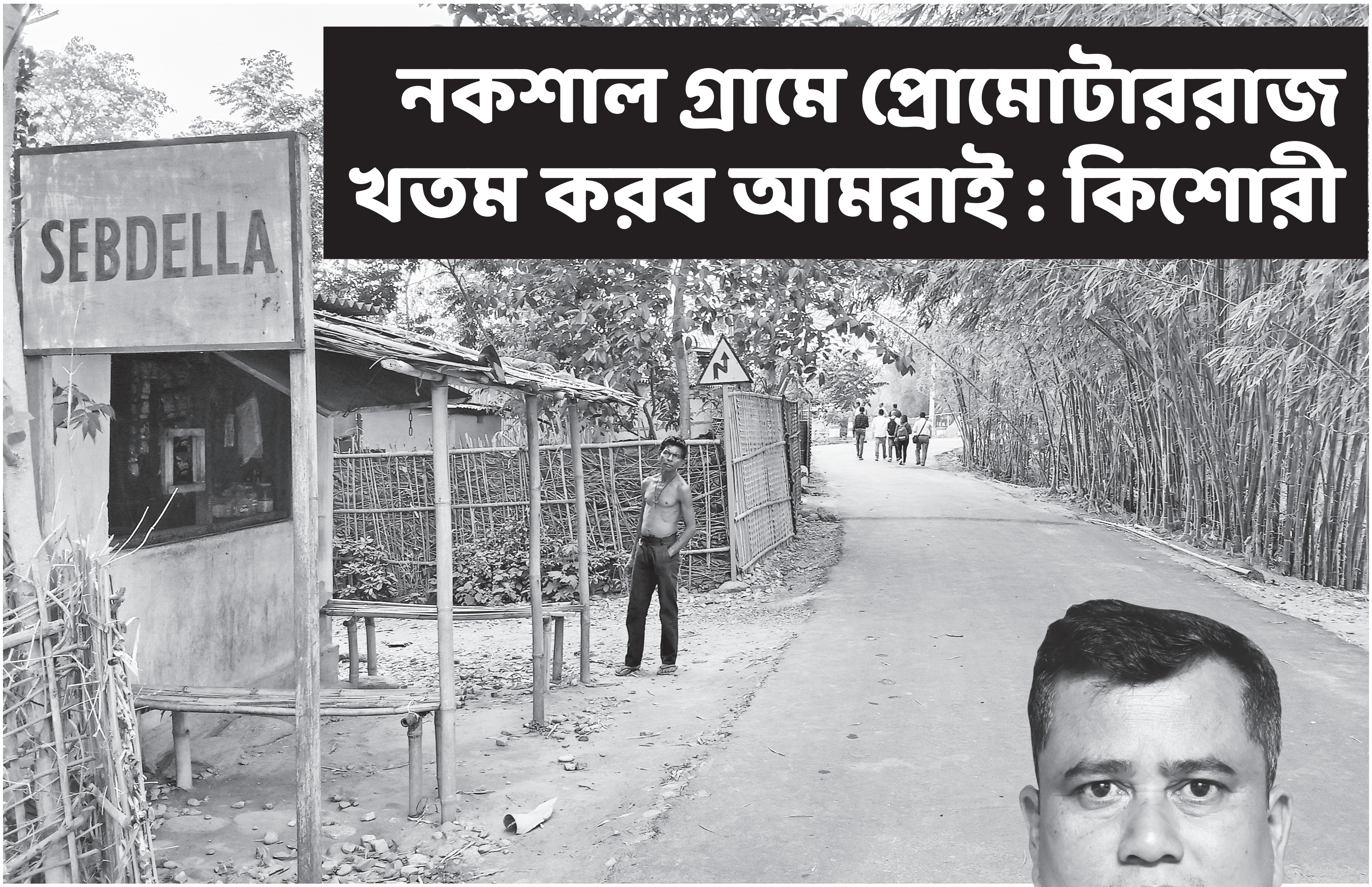

দুরন্ত প্রতিবেদন:

সেবদুল্লাজোত মৌজার ১৮২টি খতিয়ান কাটার জন্য ভূমিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। আর এই খতিয়ান কাটতে পাঠিয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরী মোহন সিংহ। জানিয়েছেন,'জমিদারি শোষণ থেকে মুক্তি পেতে যেভাবে নকশাল আন্দোলন করেছিলেন চাষিরা, একইভাবে আজকের প্রোমোটাররাজ খতম করে গরিব মানুষকে বাঁচাব আমরা। দালালচক্রের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করব।'

শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিষা গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে সেবদুল্লাজোত গ্রাম ও মৌজা। এখানেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থেকেছেন নকশাল নেতা কানু সান্যাল। যিনিও পাঁচ দশক আগে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর হাত ধরে নকশাল আন্দোলন পেয়েছিল অন্যমাত্রা। ভূস্বামীদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে লাঙলের মালিকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর এই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল চরম দারিদ্র্য, ভূমিহীন চাষিদের শোষণ এবং প্রশাসন কর্তৃক সামাজিক ন্যায়বিচারের বঞ্চনা থেকে। ইদানিং সেই একই অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয় মানুষরা। অভিযোগ, জমি মাফিয়া, প্রোমোটাররা ছলে বলে কৌশলে জমি হাতিয়ে নিচ্ছেন। ফলে সাধারণ গরিব মানুষের করার কিছু থাকছে না। এই অভিযোগ থেকে বিদ্রোহ যাতে বড় আকারে না যায়, তাই মহকুমা পরিষদের ভূমি বিভাগ দখল করা জমি উদ্ধার শুরু করেছে। কিশোরী মোহন সিংহ জানান,'সেবদুল্লাজোতে দালাল চক্র কৌশলে সরকারি জমির খতিয়ান বের করে প্লট করে রেখে দিয়েছে। আমরা ভূমি আধিকারিককে বলেছি, জমিগুলির পুরনো চরিত্রে ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই কাজ চলছে।'

জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কেশর ফোলাচ্ছে মহকুমা পরিষদ

একইভাবে তোতারাম মৌজাতেও প্রায় ৭ একর জমি উদ্ধার করার প্রক্রিয়া চলছে। খড়িবাড়ির উত্তর আন্ধারু মৌজায় যথারীতি ৩৩ বিঘা জমি প্রায় উদ্ধার হয়ে গেছে। এখানে দালালচক্র জমির চরিত্র বদল করে নকল দলিল বানিয়ে ফেলেছিল। আমরা ইতিমধ্যে জমির চরিত্র পূর্বের অবস্থায় ফেরাতে পেরেছি। এরকম আরও ৯৬ বিঘা জমি আছে। সেটা পুনরুদ্ধার করার জন্যও কাজ শুরু হয়েছে। পানিট্যাঙ্কি মার্কেটেও লিজের বাইরে থাকা জমি উদ্ধার করার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

কর্মাধ্যক্ষ কিশোরী মোহন সিংহ

স্বপ্নের মহকুমা পরিষদ গড়ে তোলার পথে আমরা

পাপিয়া ঘোষ

প্রতিশ্রুতির ৭০ শতাংশ কাজ হয়ে গেছে এক বছরেই। আর একটু সময় পেলে আমরা মানুষের কাঙ্খিত স্বপ্নের মহকুমা হাতে তুলে দিতে পারব। আসলে আমাদের মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিকাঠামো। বিগত বামবোর্ড প্রায় ৩৩ বছর মহকুমা পরিষদ চালিয়েছে। তারা সরকারে ছিল ৩৪ বছর। এই সময় অনাদর আর অবহেলার মধ্যে শিলিগুড়ির গ্রামগুলিকে রেখে দিয়েছিল। একটা মহকুমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, ন্যুনতম যে পরিকাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন, তার কিছুই প্রায় করেনি। যার খেসারত দিতে হচ্ছে এখন। ২০১১ সালে আমরা রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য শিলিগুড়ি দখল করতে আরও ১১ বছর লেগে গেছে। এই সময়টাও যদি পেতাম, তবে মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ নিয়ে মহকুমাকে অন্য স্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু বিগত ১১ বছর সেটা আমরা পারিনি। মানুষের মধ্যে এতটুকু বিশ্বাস ও ভরসা জোগাতে পারিনি যাতে মহকুমা পরিষদের দায়িত্ব আমরা পেতে পারি। তবে দেরিতে হলেও সেই জায়গা আমরা তৈরি করে নিতে পেরেছি। আশা করছি শত বাধা সত্ত্বেও আমাদের মহকুমা পরিষদের তরুণ তুর্কীর টিম সেই আক্ষেপের জায়গা পূরণ করতে পারবে।

গত বছর ২৬ জুলাই মাটিগাড়ায় তৃণমূলের মহকুমা পরিষদ আসনে জয়ীদের শপথ হয়। এই শপথের পর একটা বিশেষ ভাবনায় বোর্ড গঠন করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একেবারে তরুণ, আনকোরা সব মুখকে শিলিগুড়ির মত মহকুমা পরিষদে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমাদের দল চায় প্রবীণদের অভীজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন প্রজন্মকে তাঁদের মত ছেড়ে দিতে, যাতে করে এই প্রজন্ম স্বাধীনভাবে চারপাশকে গুছিয়ে নিতে পারে এবং আরেকটা প্রজন্মকে তৈরি করে দিতে পারে। আর এই ফর্মূলা শিলিগুড়িতে দারুণ ভাবে কাজে লেগেছে। অরুণ ঘোষের নেতৃত্বে মহকুমা পরিষদ এতটাই সুন্দর ভাবে চলছে যে, বামেরা ৩৪ বছরে যা করতে পারেনি, অরুণ ঘোষ, রোমা রেশমী এক্কা, প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস, ক্যাপ্টেন নলিনীরঞ্জন রায়, কুমুদিনী বরাইক, কিশোরী মোহন সিংহ, জ্যোতি তিরকি, আইনুল হকরা সম্মিলীতভাবে সেটা ১ বছরের মধ্যেই অনেকটা করে ফেলেছেন। অন্তত ৭০ শতাংশ। আমাকে যখন জেলায় দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তখনও অনেকে বলেছিলেন, একজন সাধারণ গৃহবধূ এই কঠিন কাজ করে উঠতে পারবেন কিনা। কিন্তু আমি কিছুটা হলেও তো করে দেখিয়ে দিতে পেরেছি। একইভাবে মহকুমা পরিষদ বোর্ড তৈরি হবার পরও একই কথা বলা হয়েছে। এই নতুন নতুন মুখগুলি দেশের একমাত্র মহকুমা পরিষদ কি চালাতে পারবে? এই প্রশ্ন ছিল। অথচ

পাপিয়া ঘোষ

সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে উড়িয়ে ওরাও কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছে করতে পারে এবং আরও ভালভাবে করতে পারে।

এই বোর্ড প্রথম বছরেই রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প পথশ্রীর মাধ্যমে প্রায় ১০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে পেরেছে। মাটিগাড়া-১-এর ঠিকনিকাটা এসএসকে থেকে মেডিক্যাল এমারজেন্সি গেট পর্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ টাকায় রাস্তা তৈরি করছে, পাথরঘাটা অঞ্চলের হাওয়া সিং সেতু থেকে অঞ্চল মোড় পর্যন্ত প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকায় আরেকটি রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এরকম ৪৭টি রাস্তার বেশিরভাগ তৈরি শেষ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমেও প্রায় ৩০ কোটি টাকার রাস্তা ঘাট তৈরি হয়েছে। বিন্নাবাড়ির জোরপাকুরি থেকে তারিজোত পর্যন্ত ২২ লক্ষ টাকায় রাস্তা হয়েছে। চম্পাসারির দেবীগঞ্জ টি-৭ থেকে পলাশ বস্তি পর্যন্ত ৫৩ লক্ষ টাকায় রাস্তা হয়েছে। এভাবে সব রাস্তার নাম লিখলে কাগজ ভরে যাবে। আরও বড় কাজ হিসেবে মহকুমার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। এই প্রকল্পে আরও বড় পরিকল্পনা রয়েছে, সেটাও দ্রুত রূপায়িত করার কাজ করছে পরিষদ। তবে আমরা প্রথমে চাইছি গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি মানুষ যাতে পরিস্রুত পানীয় জল ঘরে বসে পান। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর জলস্বপ্ন প্রকল্পে সেই কাজ অনেকটাই শেষ। আমরা আশা করছি ২০২৪ সালের মধ্যে মহকুমা পরিষদ ১০০ শতাংশ কাজ করে দেখিয়ে দিতে পারবে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন, এটা আমাদের স্বপ্ন। নির্বাচনের আগে আমরা বলেছিলাম মহকুমা পরিষদ ভবন গ্রামে স্থানান্তর করতে, আমরা সেটা থেকে সরে আসিনি। আজও সেই পরিকল্পনা আমাদের মাথায় রয়েছে। আরেকটি বিষয় প্রচুর মানুষের প্রশ্ন। সেটা হল, শিলিগুড়ি লাগোয়া পাথরঘাটা, মাটিগাড়া, শিবমন্দির, বাগডোগরা এলাকায় যেভাবে নগরায়ন হচ্ছে, তাতে পঞ্চায়েতের পরিকাঠামোয় পরিষেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে সেটা নিয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন। আমি বলি, এই বিষয় আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত জানেন। তিনিই সঠিক সময়ে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহন করবেন। সেটা নিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তার বিশেষ প্রয়োজন নেই। পরিশেষে বলি, সাধারণ মানুষ শিলিগুড়ির মহকুমা পরিষদের কাজকে সমর্থন করুন, সহযোগিতা করুন। কারণ মানুষের সমর্থন ছাড়া এতবড় কর্মযজ্ঞ সম্পাদন সম্ভব নয়।

লেখিকা: দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের (সমতল) সভানেত্রী।

দুরন্ত সাতদিন

১৩ বর্ষ – সংখ্যা ২২, ২৬ জুলাই- ২১আগষ্ট, ২০২৩

বর্ষপূর্তির অরুণ

২৬ জুলাই, ২০২২। একটা ঐতিহাসিক দিন তৃণমূলের কাছে। এই দিন প্রথমবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ দখল করতে পেরেছে তৃণমূল। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার ১১ বছর পর। এর ৬ মাস আগেই অবশ্য শিলিগুড়ি পুরনিগম দখল করেছে তৃণমূল। সেটাও প্রথমবার। সেও রাজ্যে ক্ষমতায় আসার ১১ বছর পর। পুরো একটা দশকে গোটা বাংলার সমস্ত পুরসভা ও পঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করতে পারলেও শিলিগুড়ি অধরা ছিল। ২০২২ সালে সেই সুযোগও এল। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা ছিল অত্যধিক। যে রাজনৈতিক দল রাজ্য পরিচালনা করছে, তারই হাতে স্থানীয় সরকার থাকলে প্রত্যাশা থাকবেই। যে কারণে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাথায় বসানো হল পোড় খাওয়া তৃণমূল নেতা গৌতম দেবকে। অভীজ্ঞ এবং দলের বিশ্বস্ত। মহকুমা পরিষদের ক্ষেত্রে অবশ্য উল্টো সিদ্ধান্তই নেওয়া হল। সভাধিপতি করা হল একেবারে নতুন, অনভীজ্ঞ এক তরুণকে। ইতিমধ্যে সেই তরুণ এক বছর বোর্ড পরিচালনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এক বছরে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরুদ্ধে কোনও তরফে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়নি। কাজ করতে পারছে না বলে অভিযোগ নেই। স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। পঞ্চায়েতস্তরে অনেকের জীবনধারণ, কাজকর্ম সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠেছে। তবে তরুণ অরুণ ঘোষ প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাঁকে সভাধিপতির চেয়ারে বসানো বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। যদিও অরুণের রাজনৈতিক পরীক্ষা এখনও শুরুই হয়নি। সে সময়ও এল বলে। আমরা চাইব তিনি উত্তীর্ণ হোন।

DURANTA SAATDIN
Advertisement Tariff

Front Page (colour) - Rs. 20,000
Back Page (colour) - Rs. 16,000
Inside Full Page (colour) - Rs. 12,000
Inside Full Page (black & white) - Rs. 10,000
Ear Panel (front page) - Rs. 2000
Affidavit - Rs. 300 (per copy)

All tariff are applicable for only week

Contact for Advertisement
Siliguri- 6295751784
Islampur- 9434962451
e-mail : saatdin@gmail.com

Owned by Md. Jabbar Ali, Milanpally, Islampur, Uttar Dinajpur, WB, Pin : 7333202, Mob-9434962451, Published by Alok Kr. Sarkar, Arobinda Pally Main Road, Siliguri, Darjeeling, Mob-8617008175, Printed by Darpan Publication Pvt limited, 3rd mile, Sevok Road, Siliguri-734008
RNI Registration No. WBBEN/2009/30683,
Registered : Postal Regi. No. WB/NSBR/BLH - 0007/2010-2012.
Editor- Md. Jabbar Ali, Executive Editor- Alok Kr. Sarkar.

অনিলে অনিল আজও

তাঁকে এক নামে গোটা শিলিগুড়ি চেনে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাঁর ছিল নাড়ির টান। আজ তিনি নেই, কিন্তু আজও শিলিগুড়ির বাতাসে ভেসে বেড়ায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রথম সভাধিপতির নাম। তাঁর নামে নত হয় গ্রাম, মৌন হয় গ্রামীণ মানুষ। আজীবন মাটির কাছাকাছি থাকা সেই মানুষটির কথা লিখলেন **– দোয়েল সরকার**

কান পাতো। শিলিগুড়ির বাতাসে আজও শোনা যায় তাঁর নাম। আজও গ্রামীণ মানুষের পাশে বসে অধিকারের গল্প শোনান তিনি। ক্লান্ত কৃষকের সঙ্গে পাকা ধান কাটেন। ধানকে জড়িয়ে চাষিকে স্বজন করে কাছে টানেন। শিলিগুড়ির প্রতিটি মৌজার, প্রতিটি জোতের ইতিকথা যার ঠোঁটস্থ, তিনি আজ আর ইহলোকে নেই। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কথা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। তিনি আর কেউ নন, মহকুমা পরিষদের প্রথম সভাধিপতি অনিল সাহা। ২০২১ সালের ২১ জুন তিনি তাঁর লড়াকু জীবনের অবসান ঘটান। বেঁচে ছিলেন ৮৪ বছর।

অনিল সাহা ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত দার্জিলিং জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সময় পর্যন্ত গোটা বাংলার মতো পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কায়েম ছিল পাহাড়েও। কিন্তু ততদিনে পাহাড় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। জাতিস্বত্ত্বার আন্দোলনে উত্তাল পাহাড়ে পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চলের দাবি ধ্বনিত হচ্ছে। পাহাড়ে তখন সুবাস ঘিসিংয়ের অনুমতি ছাড়া গাছের পাতাও পড়ে না। যদিও এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯০৭ সাল থেকেই। ১৯৮৬ সালে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুবাস ঘিসিং গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (জিএনএলএফ) গঠন করেন এবং শুরু করেন সহিংস আন্দোলন। আর এই আন্দোলনকে আরও হিংসাত্মক করে তোলেন ছত্রে সুব্বাদের মতো নেতারা। যার জেরে ১৯৮৮ সালে দার্জিলিঙের পাহাড়ি এলাকাকে নিয়ে আধা স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল 'দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) গঠিত হয়। ফলে পরের বছরই দার্জিলিং জেলা পরিষদের সীমানা সংকুচিত হয়ে শুধু শিলিগুড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। গোটা জেলায় তখন মোট ৪টি মহকুমা ছিল– দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ও শিলিগুড়ি। যেহেতু শিলিগুড়ি বাদে বাকি ৩ জেলা ডিজিএইচসির মধ্যে চলে যায়, তাই শুধুমাত্র শিলিগুড়ির মধ্যে আর জেলা পরিষদ রাখা যুক্তিসঙ্গত থাকে না। গঠিত হয় গোটা দেশের মধ্যে একমাত্র 'মহকুমা পরিষদ'। এবং উল্লেখ করার বিষয় হল, সেই মহকুমা পরিষদেও অনিল সাহাকেই প্রথম সভাধিপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই দায়িত্ব অনিল সাহা নিজের যোগ্যতার নিরিখেই পেয়েছিলেন। এই পদে অনিল সাহা ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দায়িত্ব ছাড়ার পর পুনরায় নির্বাচন হলে সভাধিপতির দায়িত্ব পান মণি থাপা। তিনি ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ছিলেন। এরপর ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন পাস্কেল মিঞ্জ, ২১ অক্টোবর ২০১৩ সাল থেকে ২১ জুলাই ২০১৪ সাল পর্যন্ত সভাধিপতির দায়িত্ব পালন করেন জ্যোতি তিরকি। এরপরের নির্বাচনে সভাধিপতি নির্বাচিত হন অধ্যাপক তাপস সরকার। তিনি ১৬ নভেম্বর ২০১৫ সাল থেকে ১১ নভেম্বর ২০২০ সাল পর্যন্ত দায়িত্বপালন করেন। এরপর করোনা এসে পড়লে প্রশাসনিক বোর্ডের হাতে চলে যায়। পরবর্তীতে ২০২২ সালে নির্বাচনের পর মহকুমা পরিষদে প্রথম তৃণমূল বোর্ড ক্ষমতায় আসে। ২০২২ সালের ২৬ জুলাই সভাধিপতি হিসেবে শপথ নেন অরুণ ঘোষ।
এত দীর্ঘ পথপরিক্রমার মধ্যেও অনিল সাহা ম্লান হয়ে যাননি। বরং তিনি আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। গ্রামকে হাতের তালুর মত চেনা, গ্রামের মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে অনিল সাহাকে ছাপিয়ে যেতে পারেননি কেউই। তার চেয়েও বড় কথা সমতলের গোর্খা থেকে আদিবাসী, রাজবংশী থেকে উদ্বাস্তু মানুষেরা অনিল সাহাকে নিজের চেয়েও বেশি ভরসা করতেন। অনিল সাহা সেই বিশ্বাসের জায়গায় নিজেকে নিয়ে যেতে সমর্থ্য হয়েছিলেন, যা তৈরি করা যে কোনও নেতার পক্ষে দুরূহ কাজ। আজ যখন শিলিগুড়ির গ্রাম গঞ্জে মাফিয়াদের অবাধ রাজত্ব, গরীব মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে মাথা তুলছে বিশালাকার কমপ্লেক্স, আকাশচুম্বী বহুতল, তখন মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে আরও একটা অনিল সাহার খোঁজ করেন। যিনি গ্রামীণ মানুষের ত্রাতা হয়ে এসে পাশে দাঁড়াবেন। তবে অনিল সাহা স্রেফ গ্রামকে নিয়েই পড়ে থাকেননি। বরং শিলিগুড়ি শহরেও নাট্য আন্দোলন থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শিলিগুড়ি নাট্যমেলার প্রথম সভাপতিও ছিলেন তিনি। এমন সংগ্রামী লড়াকু মানুষটিকে শেষদিকে হামলা করে বসে কর্কট রোগ। যার সঙ্গে শেষদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করেও জিততে পারেননি। ৮৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শিলিগুড়ির সুকান্তনগরের

এরপর ১২ পাতায়

শুধুমাত্র রাস্তাঘাট নয়,

সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধেও লড়াই চালাব আমরা : প্রিয়াঙ্কা

দুরন্ত প্রতিবেদন: 'রাস্তাঘাট, নিকাশি, সেতু, বাড়ি বাড়ি জল, স্বচ্ছ মহকুমা গড়ার কাজ নিয়ম মেনে চলবেই। আমরা প্রতিনিয়িত সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এর বাইরেও সামাজিক কিছু কাজ করা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে সমাজ সুস্থ থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা বাড়ে। আমরা চাই, প্রথাগত উন্নয়নের পাশাপাশি সেইসব সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করতে।' – জানালেন, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস। প্রিয়াঙ্কা মহকুমা পরিষদে এবারে প্রথমবার নির্বাচিত হলেও গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনা করেছেন বিগত ১৫ বছর। রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ছোটবেলা থেকেই। বাবা ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা। ফলে গ্রামীণ এলাকার মানুষের নানা সমস্যার সঙ্গে তিনি গভীর ভাবে পরিচিত। এমনকিছু সামাজিক সমস্যা রয়েছে, যা থেকে পরিত্রাণ না পেলে সমস্ত উন্নয়ন ফিকে হয়ে যায়। উন্নয়নের কোনও মানে থাকে না। প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস জানান, আমরা যত আধুনিক হচ্ছি, তত আমরা নতুন নতুন সমস্যার মধ্যে পড়তে শুরু করছি। পরিবার ছোট হচ্ছে। ব্যস্ততা বাড়ছে। বাড়ির শিশু থেকে বয়স্কদের নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। মানুষ ভিড়ের মধ্যে থেকেও একা বোধ করেন অনেক সময়। সমস্যায় পিষতে পিষতে অনেকেই নেশার খপ্পরে পড়ে যান। সংসারে তৈরি হয় নানা জটিলতা। আমার মনে হয় এই সময় সামাজিক সমস্যার জন্যও লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে। ইদানিং মহকুমা সীমান্তবর্তী এলাকায় ড্রাগে আসক্তদের সংখ্যা বাড়ছে। এসবের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে সমাজটাই বখে যাবে। তখন এই কংক্রিটের উন্নয়নের কোনও মানে থাকবে না। ফলে আমাদের প্রত্যেক সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় এগিয়ে আসা প্রয়োজন।'

শিলিগুড়ি লাগোয়া এলাকায় ব্যাপক নগরায়নের ক্ষেত্রেও প্রচুর সামাজিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন হাউসিং কমপ্লেক্স, টাউনশিপের মতো তৈরি হলেও সেখানে না থাকছে জঞ্জাল ব্যবস্থাপনা, না থাকছে পার্কিংয়ের ভাল ব্যবস্থা। যার চাপ গিয়ে পড়ছে, আশপাশের গরিব মধ্যবিত্ত গ্রামের মানুষের ওপর। হাউসিংয়ের জঞ্জাল বয়ে বেড়াতে হয় তাদের। নিকাশি না থাকায় বৃষ্টিতে ডুবে থাকতে সেই গ্রামের মানুষকেই। ফলে এখানেও একটা সামাজিক সমস্যা দানা বাঁধতে শুরু করে। এগুলো নিয়ে কিছু ভাবছেন ? প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস জানান,'আমরা এই বিষয় নিয়েও গভীর আলোচনা করেছি। একটা মাস্টাপ্ল্যান তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি নির্দেশ জারি করা হয়েছে, গ্রামীণ এলাকায় কোনও ফ্ল্যাট, কমপ্লেক্স কিংবা মার্কেট তৈরি করতে গেলে আগে সেখানকার নিকাশি, জঞ্জাল ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের কথা ভাবতে হবে। নইলে আমরা আর নতুন করে ওইসব নির্মাণকাজের অনুমতি দেব না। আমরাও চাই সমাজে ভারসাম্য বজায় থাকুক। তার জন্যও কিছু কাজ আমরা করতে চাই।'

আমরা যত আধুনিক হচ্ছি, তত আমরা নতুন নতুন সমস্যার মধ্যে পড়তে শুরু করছি। পরিবার ছোট হচ্ছে। ব্যস্ততা বাড়ছে। বাড়ির শিশু থেকে বয়স্কদের নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। মানুষ ভিড়ের মধ্যে থেকেও একা বোধ করেন অনেক সময়। সমস্যায় পিষতে পিষতে অনেকেই নেশার খপ্পরে পড়ে যান। সংসারে তৈরি হয় নানা জটিলতা। আমার মনে হয় এই সময় সামাজিক সমস্যার জন্যও লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে।

কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস

সংক্ষিপ্ত

প্লাস্টিক নিষিদ্ধ আগস্টে অ্যাকশন

দুরন্ত প্রতিবেদন: দার্জিলিং জেলার সর্বত্র সবরকম প্লাস্টিক নিষিদ্ধই আছে। কিন্তু এখনও কার্যকরী করা যায়নি। ২৬ জুলাই তৃণমূল পরিচালিত মহকুমা পরিষদের বর্ষপূর্তিতে তাই নতুন করে ঘোষণা করা হচ্ছে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য। সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান,'আমরা শিলিগুড়ির গ্রামে কোনও প্রকার প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ চলতে দেব না। আগামী ২০ দিন গোটা মহকুমা জুড়ে এর প্রচার চলবে। ১৫ আগস্ট থেকে আমরা মাঠে নামব। প্লাস্টিক বন্ধের জন্য যা যা করণীয় ধাপে ধাপে চলতে থাকবে। পরিবেশকে রক্ষা করতে মানুষকেও এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি।' পরিষদের পূর্ত বিভাগের মেয়র পারিষদ প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস জানান,'আমরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ বানানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। যাতে করে মানুষের হাতে একেবারে স্বল্পমূল্যে সেই ব্যাগ হাতে তুলে দিতে পারি। এতে করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির যেমন কর্মসংস্থান হবে, তেমনি পরিবেশ থেকে প্লাস্টিক দূর করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে আমরা প্লাস্টিক ভেন্ডিং মেশিন বসানোর কথাও ভাবছি। এতে করে পয়সা মেশিনে দিলেই ব্যাগ বেরিয়ে আসবে। মানুষের কাছে সহজলভ্য করতেই এসব ভাবা হচ্ছে।'

২০ হাজার গাছে বর্ষপূর্তি

দুরন্ত প্রতিবেদন: বর্ষপূর্তিতে সবুজের বার্তা দিচ্ছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। স্রেফ বার্তা নয় ২০ হাজার গাছ লাগিয়ে রীতিমত নজির তৈরি করতে চলেছে তৃণমূল পরিচালিত মহকুমা পরিষদ বোর্ড। ২৬ জুলাই তৃণমূল পরিচালিত এই বোর্ডের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে। ২০২২ সালের ওই দিনেই প্রথমবার মহকুমা পরিষদে তৃণমূলের বোর্ড গঠন করেছিল। সভাধিপতি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন অরুণ ঘোষ। ২৬ জুলাই তাই শিলিগুড়ির তৃণমূলের কাছে স্মরণীয় দিন। এবারে সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে অভিনব সব আয়োজন করেছেন সভাধিপতি। ঠিক হয়েছে, ২৬ জুলাই একই সময়ে গোটা মহকুমায় ২০ হাজার গাছ লাগানো হবে। এর মধ্যে দিয়ে বাংলায় রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যও রয়েছে। এর বাইরেও নেওয়া হচ্ছে নানা কর্মসূচি। সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান,'২০২২ সালে প্রথমবার মহকুমা পরিষদ জিতে আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে উপহার দিয়েছিলাম। আমরা চাই, মানুষকেও নতুন কিছু উপহার দিতে। আমরা শুধু রাস্তা ঘাট নয়, পরিবেশ ও সংস্কৃতি চর্চাকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সেসবকে মাথায় রেখেই আমরা এমন কিছু করতে চাইছি, যা মানুষকে নাড়া দিতে পারে। সেই ভাবনা থেকে আমরা পরিকল্পনা তৈরি করছি।' এবারের ২৬ জুলাইয়ে নকশালবাড়িতে বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান করা হবে। প্রথমত ২০ হাজার গাছ লাগানো হবে গোটা মহকুমা জুড়ে। আর সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বর্ষপূর্তির মঞ্চে ধিমাল, নেপালি, আদিবাসী সহ বিভিন্ন নৃত্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে মহকুমার বৈচিত্রকে তুলে ধরা হবে। এদিন বিগত এক বছরে মহকুমা পরিষদ কী কী কাজ করতে পেরেছে, তার রিপোর্ট কার্ড মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

সৌরচালিত জলপ্রকল্প, জল সংরক্ষণ, গ্রে-ওয়াটার ম্যানেজমেন্টে জোর দিচ্ছি শিক্ষাকেন্দ্রে : ক্যাপ্টেন

দুরন্ত প্রতিবেদন:

কর্মাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন নলিনী রঞ্জন রায়

মহকুমার দুটি শিক্ষাকেন্দ্রে সৌরচালিত পানীয় জলের প্রকল্প গড়ে নজির তৈরি করেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। গোঁসাইপুর নতুন পাড়া ও বাউনিভিটা শিশুশিক্ষা কেন্দ্র। অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতেই এই উদ্যোগ। শিক্ষাকেন্দ্রে সৌরশক্তির ব্যবহার করায় নতুন প্রজন্মের কাছেও এক বার্তা পৌঁছে যাবে। মূলত পরিবেশ ও জলবায়ুর কথা মাথায় রেখেই এমন উদ্যোগ নিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ীসমিতির কর্মাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন নলিনী রঞ্জন রায় জানান,'শুধুমাত্র সৌরশক্তির ব্যবহার নয়, আমরা স্কুলগুলিতে জল সংরক্ষণ নিয়েও কাজ শুরু করেছি। পাশাপাশি ব্যবহার্য জলও যাতে যেখানে সেখানে জমে পরিবেশ নষ্ট না করে, তার জন্য গ্রে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মহকুমার ১৭টি স্কুলে এই কাজ আমরা সম্পন্ন করেছি।'

উল্লেখ্য, আমরা সাধারণত নোংরা জল নিয়ে ভাবি না। একদিকে সেই জল যেখানে সেখানে জমে থাকলে তা যেমন মশার আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে, তেমনি আরও নানান রোগ ছড়ানোর সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আবার নিকাশি নালায় ফেলে দিতে সেটা নদী কিংবা জলাধারে গিয়ে জল দূষণ ঘটায়। তাই নোংরা জলকে বিশেষভাবে ভূগর্ভে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে মহকুমা পরিষদ। এতে করে সেই জল পরিবেশের যেমন ক্ষতি করল না, তেমনি মাটিকে রিচার্জ করতে সহযোগিতা করে। এতে করে মাটির নীচের জলস্তর স্বাভাবিক থাকে। ক্যাপ্টেন জানান,'আমরা যদি প্রত্যেকে মাটির নীচে জল ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি, তবে আরও বহুদিন সংকটহীন ভাবে বাঁচতে পারব। নইলে অচিরেই মাটির নীচের জলস্তর শেষ হয়ে যাবে। তখন জলের হাহাকার দেখা দেবে। আমরা তাই মহকুমার স্কুল কলেজে এই ব্যবস্থা করতে চাইছি। পাশাপাশি গোটা মহকুমা জুড়ে সোক পিট তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এতে করে পরিবেশ আরও স্বচ্ছ ও নির্মল থাকবে এবং মাটিও ভালভাবে রিচার্জ হবে।' অন্যদিকে মহকুমা পরিষদের শিক্ষা সংস্কৃতি বিভাগের তরফে স্বাধীনতার আগে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি সংস্কার করার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

‘গ্রামেও হবে ইন্ডোর স্টেডিয়াম, কাজের মধ্যে দিয়ে ছাপ রেখে যেতে চাই মহকুমা পরিষদে।’

২০২২ সালের ২৬ জুলাই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি পদে শপথ নিয়েছিলেন নির্বাচিত অরুণ ঘোষ। ইতিমধ্যে দায়িত্ব নেবার এক বছর পূর্ণ হয়েছে। তরুণ মুখ হয়েও এই এক বছরে কতটা কাজ করতে পারলেন, কাজ করার ক্ষেত্রে নিজে তার নিজের কাছে সন্তুষ্ট কিনা, আগামীতেই বা কী পরিকল্পনা আছে, সমস্ত কিছু নিয়ে ‘দুরন্ত সাতদিন’ এর মুখোমুখি হলেন– সভাধিপতি অরুণ ঘোষ

সভাধিপতির সাক্ষাৎকার

সাতদিন: সভাধিপতির দায়িত্ব নেবার পর এক বছর পূর্ণ হল আজ। অনুভূতি কেমন?

সভাধিপতি: ভীষণ ভাল লাগছে। আমার ইচ্ছে ছিল শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকার জন্য নতুনত্ব কিছু কাজ করার। যার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকা এগিয়ে যেতে পারবে। আজ এই দায়িত্ব পেয়েছি বলেই সেসব নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারছি। বর্ষপূর্তিতে আমরা ২০ হাজার গাছ লাগাচ্ছি। এই কাজটার মধ্যেই তো অন্যরকম ভাললাগা রয়েছে।

সাতদিন: প্রথম বছর কী কী কাজ করতে পেরেছেন ?

সভাধিপতি: প্রথম বছরে আমাদের লক্ষ্য ছিল মানুষের জন্য যতটা সম্ভব কাজ করা। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পেরেছি। দিদির (মুখ্যমন্ত্রী) আশীর্বাদে ৪৭টি বড় বড় রাস্তা করেছি এক বছরে। ১৩টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছানোর কাজ ছাড়াও অন্য নানা তহবিলে রাস্তাঘাট নিকাশি তো আছেই। কলকাতার প্রতিটি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করতে পেরেছি। সেখানে আমরা নিয়মিত টিম নিয়ে গিয়ে ফলো আপ করছি, যাতে করে শিলিগুড়ির জন্য বেশি বেশি বরাদ্দ আনতে পারি। এছাড়া গতানুগতিক নানা দপ্তরের কাজ তো হচ্ছেই।

সাতদিন: নতুন বছরের জন্য কী কী কাজের কথা ভেবেছেন?

সভাধিপতি: এই চেয়ারে বসে ভেবেছিলাম, গতানুগতিক যা কাজ সে তো হবেই। এর বাইরে অভিনব কিছু করার ইচ্ছে ছিল। আমরা ভেবেছি অন্তত একটা ইন্ডোর স্টেডিয়াম গড়ব মহকুমা পরিষদ এলাকায়। খেলাধুলার পরিবেশকে উৎসাহিত করার জন্য। সেই সঙ্গে কয়েকটি মাঠকে খেলার উপযোগী করে তৈরি করব। ঘিরে দেব প্রাচীর দিয়ে। যাতে করে গ্রামীণ এলাকাতেও ক্রীড়াচর্চায় জোয়ার আসে। আমরা একটা বড় পার্ক তৈরির পরিকল্পনা করছি। এমন একটা পার্ক, যেখানে শহরের লোকজনও ঘুরতে আসতে পারেন। একটু বড় মাপের। যা একটা পর্যটন গন্তব্যও হয়ে উঠতে পারে। এবছর এই কাজগুলি সম্পন্ন করার লক্ষ্য রয়েছে।

সাতদিন: মহকুমা পরিষদে তো কাজ করছেন, বাকি দুটি স্তরেও কি একই গতিতে কাজ হচ্ছে ?

সভাধিপতি: একদম। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেও সমানতালে কাজ চলছে। যে কারণে কোনও মানুষ এই এক বছরে কাজ হচ্ছে না বলে প্রশ্ন তুলতে পারেনি। বিরোধীরাও এখন পর্যন্ত অভিযোগ তুলতে পারেনি। বরং আমরা বিরোধীদের বলি, আসুন, বিগত ৫ বছরের তুলনায় এবারের এক বছরে বেশি কাজ হয়েছে কিনা সেটা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।

সাতদিন: কাজের ক্ষেত্রে তবে কি বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছেন ?

সভাধিপতি: অবশ্যই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছি। তারা দেখে যাক, এক বছরে কত কাজ হয়েছে।

সাতদিন: এসজেডিএ, এনবিডিডি, পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে সরকারি অন্যান্য দপ্তর থেকে কতটা সহযোগিতা পাচ্ছেন?

সভাধিপতি: প্রত্যেকে সহযোগিতা করছে। এনবিডিডি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। নির্বাচনের জন্য অর্থ পেতে সমস্যা হচ্ছিল। এবার শিগগিরই এনবিডিডির অর্থ পাব।

সাতদিন: একেবারে নতুন সভাধিপতি হিসেবে কি কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে?

সভাধিপতি: শেখার শেষ নেই। তবে ইচ্ছে থাকলে কোনও কাজই আটকাবে না। কাজ করার ক্ষেত্রে দরকার শুধু মানসিকতা ও নিরন্তর চেষ্টা। আমরা সততার সাথে বোর্ড চালাচ্ছি এবং সততার সঙ্গেই চালাব। এক বছরে আমাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির একটা অভিযোগ আসেনি। আশা করছি আগামীতেও আসবে না।

সাতদিন: বিরোধীদের কাছে আপনাদের বার্তা কী থাকছে?

সভাধিপতি: আমরা বিরোধীদের একটা কথাই বলি, সেটা হল আপনারাও উন্নয়নে সামিল হোন। আমরা সবাই মিলে উন্নয়ন করতে চাই। অনেক কাজ বাকি আছে, সেসব করতে হবে।

সাতদিন: দায়িত্ব নিয়েই আপনি বলেছিলেন এক বছরে এক লক্ষ বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেবেন

সভাধিপতি: আমরা ইতিমধ্যে সেই কাজ করতে পেরেছি। সিংহভাগ বাড়িতে পাইপ লাইন পৌঁছে গেছে। ২০২৪ সালের মধ্যে জলও পৌঁছে যাবে সব বাড়িতে।

সাতদিন: মহকুমা পরিষদ নিয়ে বিশেষ কোনও স্বপ্ন আছে?

সভাধিপতি: ইতিমধ্যে সে কথা বলেছি। শুধু বলতে চাই, আমরা এমন কিছু কাজ করে যেতে চাই, যাতে করে বহুদিন মানুষ মনে রাখেন। একটা ছাপ রেখে যাবার ইচ্ছে আছে আমাদের।

বাই বাই ডি আই ফান্ড
ডগমগ পাহাড়-সমতল

জ্যোতি তিরকি ও অরুণ ঘোষ

দুরন্ত প্রতিবেদন:
দার্জিলিং ইম্প্রুভমেন্ট ফান্ড (ডি আই ফান্ড) ব্যবস্থার অবসান হতে চলেছে। ইতিমধ্যে মন্ত্রীসভায় অনুমোদনও মিলেছে। দার্জিলিং জেলার উন্নয়নে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক পদক্ষেপ হলেও দেশ স্বাধীন হবার পর ডি আই ফান্ড এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সমস্যা শুরু হয়। কারণ ডি আই ফান্ডের জমিতে বসবাস করা গেলেও সেই জমির অধিকার কখনও কেউ পাবে না। তাই নিয়ে পাহাড় থেকে সমতলে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। সব শেষে প্রায় ৭৩ বছরের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে চলেছেন লক্ষাধিক মানুষ। জিটিএ প্রধান অনীত থাপা জানান,'এরচেয়ে খুশির খবর আর কী আছে। মানুষের জমির সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। এটা আমাদের একটা আন্দোলন ছিল।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান,'আমি নিজেও ডিআই ফান্ডের জমিতে থাকি। বাবাও এখানে বসবাস করেছেন। অথচ আজ পর্যন্ত জমির স্বত্ব পাইনি। তার জন্যই দাবিদাওয়া চলছিল। আমি মহকুমা পরিষদের দায়িত্ব পাবার পরও অনেক চিঠি চাপাটি পাঠিয়েছি। তার মূল্যও পেলাম। সরকার এই জমি ভূমি দপ্তরের হাতে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবার পাট্টা পেতে আর সমস্যা হবে না। ব্রিটিশ আমলের এই ব্যবস্থা বাতিল হলে শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকাতেই অন্তত ৬০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।'

জানা গেছে, ১৯১৯ সাল নাগাদ ব্রিটিশ সরকার দার্জিলিং এতদাঞ্চলে হাট বসানোর জন্য ডিআই ফান্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। কিছু কিছু ডেভেলপমেন্ট এলাকা তৈরি করে দেওয়া হয়। যেখানে সাধারণ মানুষ দোকানপসার গড়ে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবেন। তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি লিজে নিতে হবে। কিন্তু কোনওমতেই সেই জমির স্বত্ব কখনই তিনি পাবেন না। এই ব্যবস্থা যখন চালু হয়, তখন দেশজুড়ে জমিদারি প্রথা চালু আছে। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর ১৯৫০ সালে যখন জমিদারি প্রথা বিলোপ করা হয়, তখন ডিআই ফান্ডের জায়গাগুলি নিয়ে নতুন করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ফলে সেই জায়গায় যারা বসবাস কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, তাঁরা আর জমির অধিকার পাননি। আজও ডিআই ফান্ডের জমিতে থাকা মানুষদের জমির অধিকার নেই। সভাধিপতি জানান,'এই জমিতে থাকার ক্ষেত্রে মানুষ স্রেফ ট্যাক্স জমা করতে পারেন, কিন্তু জমির অধিকার পান না। ফলে কেউ যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা বাড়াতে চান, তার উপায় নেই। ফলে অনেকদিন থেকে দাবি ছিল, এই জমি ভূমি সংস্কার দপ্তরের হাতে হস্তান্তর করা হোক। শুধু শিলিগুড়ি নয়, দার্জিলিং পাহাড় ও কালিম্পঙেও একই দাবিতে সোচ্চার ছিলেন মানুষ। সমতলে যখন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বিষয়টি নিয়ে শেষদিকে রাজ্যকে চাপ দিচ্ছিলেন, তেমনি পাহাড়ে জিটিএ প্রধান অনীত থাপাও একই কাজ করছিলেন। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হবার পথে। অরুণ ঘোষ জানান,'আশা করছি খুব দ্রুত জমি ভূমিদপ্তরের হাতে যাবে। তখন অনায়াসে ব্যবসায়ীরা মালিকানা পেয়ে যাবেন। এটা না হলে ওই জমি জবরদখলের মতো ঘটনা ঘটছিল।'

উল্লেখ্য, পাহাড় সমতল মিলিয়ে প্রায় ২২টি ডিআই ফান্ড বাজার আছে। মূলত দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ও শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, মাটিগাড়া ও খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়াতেও কিছুটা এই বাজার রয়েছে। অন্যদিকে শিলিগুড়ি শহরের মধ্যেও আছে ডিআই ফান্ড মার্কেট।

জানতে হলে পড়তে হবে

দুরন্ত সাতদিন

Contact for Advertisement
Siliguri- 6295751784
Islampur- 9434962451
e-mail : saatdin@gmail.com

লেখালেখি এবং এজেন্সির জন্যও যোগাযোগ করতে পারেন

মৃন্ময়ী, ক্যান্সারাক্রান্ত গরিব মানুষের মন্দির

দুরন্ত প্রতিবেদন:

টাকা ছাড়াও ক্যান্সারের চিকিৎসা সম্ভব? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর পাওয়া যাচ্ছে সদ্য যাত্রা শুরু করা ক্যান্সার হাসাপাতাল 'হোপ অ্যান্ড হিল'এ। উত্তরবঙ্গের গরিব মানুষেরা মনে বিপুল বল পাবেন এখানকার আয়োজন দেখলে। বিশ্বমানের যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা উত্তরবঙ্গের একমাত্র ক্যান্সার হাসপাতালে একটা ৬ তলা বাড়িই বানানো হয়েছে গরিবদের জন্য। যার নাম রাখা হয়েছে 'মৃন্ময়ী'। উদ্দেশ্য, যে সব রোগীর সামর্থ্য নেই টাকা দিয়ে ডাক্তার দেখানোর, তাঁদের এখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা হবে।
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলে তো কথাই নেই। ওষুধের দাম ছাড়া এখানে সেভাবে কোনও দাবিই করা হবে না, বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে। হোপ অ্যান্ড হিল ক্যান্সার হাসপাতালের প্রাণপুরুষ ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ জানান,'যাদের টাকা পয়সা তারাই শুধু নয়, যাদের টাকা পয়সা নেই, তারাও যাতে প্রাথমিক চিকিৎসা পেতে পারে তার জন্যই আমি মৃন্ময়ী তৈরি করেছি। এখানে বেড ভাড়া দিতে হবে না, চিকিৎসার খরচ দিতে হবে না, ওষুধের দাম দিয়েই পুরো চিকিৎসা পরিষেবা নিতে পারবেন। এর জন্য আমরা দুটি ফ্লোর ডরমেটরির মতো তৈরি করছি। যেখানে রেডিয়েশনের সময় রোগীরা বিনা পয়সায় থাকতে পারবেন।' 'হোপ অ্যান্ড হিল' নামকরণ যিনি করেছেন, সেই অঙ্কোপ্যাথলজিস্ট ডাঃ শ্রেয়সী সরকার জানান,'আমরা বিনা খরচে চিকিৎসা করলেও ডাক্তার আলাদা থাকবে না। উচ্চবিত্তদের যে ডাক্তার চিকিৎসা করবেন, গরিব রোগীদেরও সেই ডাক্তারই দেখবেন। আমরা কোনও ক্যান্সার রোগীকেই বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে দেব না।' কোচবিহারের এক কান্সার রোগী সুনীতা বর্মন জানান,'আমাদের মতো গরিব মানুষকে যদি এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়, তবে মৃন্ময়ী আমাদের কাছে মন্দির হয়ে উঠবে।' শিলিগুড়ি শহরের অদূরে ফুলবাড়ি জটিয়াখালিতে তৈরি হয়েছে এই হাসপাতাল।

জটিল অস্ত্রোপচার, ফিরল হাত

দুরন্ত প্রতিবেদন: প্রায় কেটে বাদ দেওয়ার মতো অবস্থায় চলে যাওয়া হাত ফিরিয়ে দিলেন শিলিগুড়ির এক শল্যচিকিৎসক। জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে হাত ফিরিয়ে দেওয়ায় খুশিতে আত্মহারা ডুয়ার্সের ৩১ বছর বয়সী মহিলা। জানা গেছে, গত ১২ জুলাই লাটাগুড়ির মাম্পি মজুমদার বাড়ির শোকেজ খুলতে যান। তখন শোকেজের কাঁচ ভেঙে ডান হাতের ওপর পড়ে। এতে করে হাতের প্রধান দুটি স্নায়ু 'মেডিয়ান নার্ভ' ও 'রেডিয়াল নার্ভ' কাটা পড়ে। সেই সঙ্গে মূল ধমনীও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন রক্ত আটকানো যাচ্ছিল না, অন্যদিকে মেডিয়ান নার্ভ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় হাতের কার্যকারিতাই নষ্ট হয়ে যেতে বসে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে হাতটি কেটে ফেলার আর বিকল্প কিছু ছিল না। অবশেষে শিলিগুড়ি মেডিনিউরো হেল্থকেয়ারের প্লাস্টিক সার্জেন মনোজ কুমার সিং অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন এবং জটিল সেই অস্ত্রোপচারের পর সমস্ত স্নায়ু জোড়া দিতে

সমর্থ হন। ফলে মহিলা তাঁর হাত ফিরে পেয়েছেন। মেডিনিউরো হেল্থকেয়ারের ডিরেক্টর ডিম্পল গগৈ ও ম্যানেজার রাজেশ চক্রবর্তী জানান, আমরা এই পরিষেবা দিতে পেরে সন্তুষ্ট।

উল্লেখ্য, মাত্র এক বছর ধরে শিলিগুড়িতে চালু হয়েছে মেডিনিউরো হেল্থকেয়ার নামের নতুন নার্সিংহোম। সেবক রোডের মাখনভোগ মিষ্টান্ন ভান্ডারের বিপরীতের গলিতে। সেভাবে প্রচার না থাকলেও ইতিমধ্যে বেশকিছু জটিল অস্ত্রোপচার নিউরো চিকিৎসা করে সাফল্য দেখিয়েছে। যার জেরে ইদানিং বেশ রোগীর আনাগোনা শুরু হচ্ছে। অন্যান্যা নার্সিংহোমের তুলনায় এখানে চিকিৎসার খরচও কম। ফলে সাধারণ পরিবারের মানুষ এখানে আসতে দ্বিধাও করছেন না।

দক্ষিণের ডাক্তার এনে উত্তরে চিকিৎসা দিচ্ছে যশোদা

দুরন্ত প্রতিবেদন:

ব্লাড ক্যান্সার মানেই মৃত্যু নয়। বরং সঠিক চিকিৎসা হলে ক্যান্সার আক্রান্তও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। শুক্রবার এমনই অভয় দিলেন হায়দ্রাবাদের যশোদা হসপিটালসের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। শুধু তাই নয়, শিলিগুড়ির ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের পর সম্পূর্ণ সুস্থ করা এক রোগীকেও হাজির করা হয়। সেখানে শ্যামল নন্দী নামের সেই ব্যক্তি তাঁর আরোগ্যের অভীজ্ঞতা সকলকে শোনান। সিনিয়র হেমাটোলজিস্ট ডাঃ গণেশ জয়শেতওয়ার জানান,'বোন ম্যারো প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ব্লাড ক্যান্সারে সাফল্যের হার এ বছরে ৯০ শতাংশেরও বেশি। এরজন্য দরকার শুধু সচেতনতা। ডাঃ রাকেশ কুমার জানান,'আমাদের হাসপাতালে বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। দক্ষিণ ভারতের হাসপাতাল হলেও আমাদের ওপিডি উত্তরবঙ্গের ৪টি শহরে রয়েছে। জানা গেছে, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে যশোদা হসপিটালসের ওপিডি খোলা হয়েছে। উত্তর-ভারতের দায়িত্বে থাকা এজিএম সুজয় কুমার বসু জানান,'আমরা খুব তাড়াতাড়ি হলদিবাড়িতেও ওপিডি খুলতে চলেছি। এখানে নিয়মিত হায়দ্রাবাদ থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আসেন। তাঁরা রোগীকে যত্ন সহকারে দেখেন। বিশেষ প্রয়োজন না হলে হায়দ্রাবাদ পাঠানো হয় না।' শিলিগুড়ির ওপিডিতে দেখানো শহরেরই এক রোগী শ্যামল নন্দী জানান,'ব্লাড ক্যান্সারের জন্য এখানে এসে আজ আমি সুস্থ। আমার বোন ম্যারো প্রতিস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এতবড় চিকিৎসার জন্য আমাকে কোনও হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়নি।

লক্ষ্য উন্নয়ন, কোনও অবৈধ কাজ চলতে দেব না : অরুণ

দুরন্ত প্রতিবেদন:

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় কোনওরকম বে-আইনি কাজ চলতে দেব না। শপথ নিয়েই জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন মহকুমা পরিষদের নবনির্বাচিত সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তিনি জানান, এসব ক্ষেত্রে প্রশাসনকে স্বাধীনভাবেই কাজ করতে দেওয়া হবে। প্রশাসন তাঁদের মত করেই ব্যবস্থা নেবে। আমাদের লক্ষ্য উন্নয়ন। আমরা সেই কাজগুলিই ধীরে ধীরে করব। মহকুমা পরিষদের জন্মলগ্ন থেকে বোর্ড ছিল বামেদের হাতে। এই প্রথমবার তৃণমূল বোর্ড দখল করেছে। জয়ও হয়েছে নিরঙ্কুশ। কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে বিরোধীরা বোর্ড গঠন করতে পারেনি। ফলে তৃণমূল বোর্ডের ওপর মানুষের প্রত্যাশা স্বাভাবিক ভাবেই বেশি। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে নতুন সভাধিপতি কোন কোন কাজে অগ্রাধিকার দিতে চান, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই অরুণ ঘোষ জানান,'আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে। তার সঙ্গে আমাদের চ্যালেঞ্জ মহকুমা পরিষদের প্রতিটি বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। পাশাপাশি আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই, মহকুমা পরিষদ এলাকায় খেলাধুলার পরিবেশ ভাল করা।' উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া মহকুমা পরিষদের গ্রামীণ এলাকার চরিত্র পুরো বদলে গেছে। সেখানে বহুতলে ছেয়ে যাচ্ছে। ফলে পঞ্চায়েতের পক্ষে পরিষেবা দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়ছে। বাড়ছে জঞ্জালের পরিমাণ। এসব মাথায় রেখেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন নতুন সভাধিপতি। একইসঙ্গে তিনি আরও দুটি বিষয়ে কাজ করতে চান। একটি নেশামুক্ত সমাজ গড়া ও দ্বিতীয়ত, নারী ও শিশু পাচার। সীমান্ত এলাকা হওয়ায় এবং শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক করিডোর হওয়ায় এখানে নানা চক্র কাজ করে। এই করিডোর দিয়ে মাঝে মাঝেই চলে নারী ও শিশু পাচার। পাশাপাশি ইদানিং এখানকার কিশোর যুবদের একটা দল ক্রমশ নেশার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে। আমরা চাই, এই অবস্থার পরিবর্তন করা। উল্লেখ্য, সভাধপতি হলেও অভীজ্ঞতায় অরুণ ঘোষ নবীন। তাই তিনি চাইছেন, অভীজ্ঞ মহকুমা পরিষদ সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে জোরকদমে কাজে নেমে পড়া।

কর্মাধ্যক্ষ কুমুদিনী বরাইক

সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমী এক্কা

প্রিয়াঙ্কার হাতে পূর্ত, কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনেও নতুন মুখকেই গুরুত্ব

দুরন্ত সাতদিন:

নতুনদের প্রাধান্য দিয়েই কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন করা হল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে। মহকুমা পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর 'পূর্ত, পরিবহন, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হলেন প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস। মহকুমা পরিষদে এবারই তিনি প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছেন। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রিয়াঙ্কার ওই পদের জন্য আরও যারা যোগ্য ছিলেন, তাঁরা হলেন দুইবারের মহকুমা পরিষদ সদস্য ও বিরোধী দলনেতার অভীজ্ঞতা সম্পন্ন আইনুল হক এবং সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির দায়িত্ব সামলানো জ্যোতি তিরকি। তবে গুরুত্বপূর্ণ ওই পদের জন্য তুলনায় তরুণ ও নতুনেই বেশি ভরসা রাখা হয়েছে। আইনুল হককে দেওয়া হয়েছে কৃষি সেচ, সমবায়, ক্ষুদ্রশিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব। তবে জ্যোতি তিরকিকে কোনও বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ করা হয়নি। যেহেতু তিনি দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী, ফলে সংগঠনের কাজে যাতে ঢিলে না পড়ে, তাই বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। শিক্ষা সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ করা হয়েছে ক্যাপ্টেন নলিনী রঞ্জন রায়কে, বন ভূমি সংস্কার, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ করা হয়েছে কিশোরী মোহন সিংহকে এবং খাদ্য সরবরাহ, শিশু ও নারী উন্নয়ন জনকল্যাণ ত্রাণ স্থায়ী সমিতি কর্মাধ্যক্ষ করা হয়েছে কুমুদিনী বরাইক ঘোষকে। এরা সকলেই নতুন মুখ। পূর্বে এরা কেউই কখনও মহকুমা পরিষদে লড়াই পর্যন্ত করেননি। তবে যেটা মনে করা হচ্ছে, বিরোধীদের থেকে বোর্ড অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষ করা হয়। এই বোর্ডে মাত্র একজন বিরোধী সদস্য রয়েছেন, তাই আরেকজনকে শাসকদল থেকেই করতে হবে। সেখানে জ্যোতি তিরকিকে বসানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান, আমরা সকলে মিলেই বোর্ড পরিচালনার কাজ করব। আগামী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে যাতে প্রথম বোর্ড মিটিং করা যায় সেই লক্ষ্য নিয়ে এগোব।

২০২২ সালের খবর

জলের দরে বিজ্ঞাপন দিন

Contact for Advertisement
Siliguri- 6295751784
Islampur- 9434962451
e-mail : saatdin@gmail.com

মোবাইলেই বাজার
চিন্তা নেই কাটা-বাছার

তাজা মাছ সোজা যাবে আপনার রান্না ঘরে

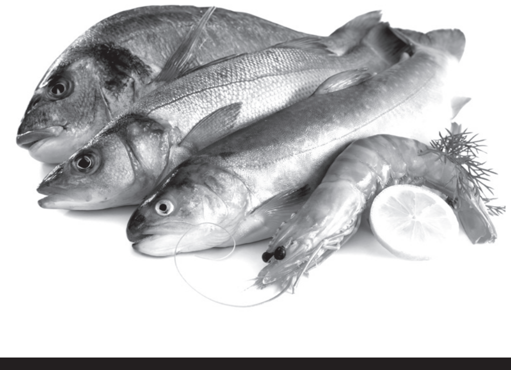

FISH HAAT
Quality fish, delivered with love
কল করুন কিংবা মেসেজ : 89000 89989

মনে বাঘ, বনে মেঘ

কবিতা অধিকারী

‘এক যে ছিল রাজা...’ এমন বাক্যাংশ দিয়ে ছোটবেলায় কত যে গল্প শুনেছি দাদু-দিদাদের কাছ থেকে, তার ইয়ত্তা নেই। অজস্র রূপকথার গল্পই শুরু হত ‘এক রাজা..’ দিয়ে। গল্পজুড়ে রাজপরিবারের কত বিচিত্র ঘটনার কথা শুনতাম। তবে শুধু রূপকথাতেই নয়, বাস্তবেও ভারতীয় উপমহাদেশে বহু রাজা মহারাজাদের রাজকীয় ঘটনার কাহিনী রয়েছে। কোনও রাজা প্রজাদরদি তো কেউ প্রজাবিদ্বেষী। তবে সেই দিন আর নেই। রাজারা এখন ইতিহাস। রয়্যাল ফ্যামিলির অস্তিত্ব আর এই উপমহাদেশে দেখা যায় না। তাই মাঝে মাঝে মনের মধ্যে হু হু করে ওঠে জঙ্গলের রয়্যাল ফ্যামিলিদের জন্য। ওরাও কি রাজাদের মতো ইতিহাস হয়ে যাবে? মাঝে মাঝেই এই ভাবনাগুলো কেন যে আমার মনে অতর্কিতে এসে পড়ে জানি না। বনজঙ্গলের গাছপালা, পশুপাখিদের জন্য উদ্বেগ হয়, উৎকণ্ঠা জাগে।

তাই হয়তো, ২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারি সকাল ৭টা ১৫ মিনিট নাগাদ আনমোল ছেত্রি নামের সাধারণ এক জিপ চালক পেডং থেকে গাড়ি নিয়ে লাভায় ফেরার সময় যখন এই উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা পেয়েছিলেন, তাতে আমার উচ্ছ্বাস হয়েছিল অধিক। এই খবর অবশ্য গোটা দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। সেই থেকে লাভা আর নেওড়াভ্যালি জঙ্গলের প্রতি অদ্ভুত এক মায়া তৈরি হয়েছে। সেই থেকে অগাধ ভালবাসা নেওড়ার জঙ্গলের প্রতি। যে জঙ্গল মায়া দিয়ে ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছে শার্দূল সম্রাটকে অথবা শার্দূল সম্রাটদের।

ইতিমধ্যে, ২০১৯ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ‘সামারি ফর দ্য পলিসিমেকার’ শিরোনামে প্রকাশিত হয় জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন। ১৫ হাজার তথ্যসূত্র নিয়ে ৩ বছরের গবেষণা শেষে জাতিসংঘের ইন্টারগভার্নমেন্টাল সায়েন্স পলিসি প্ল্যাটফর্ম অন বায়োডাইভারসিটি অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিস ১৮০০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন হাজির করেছে। সেই প্রতিবেদনের সারমর্ম এই যে, মানুষের কারণে অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা স্থলভাগের প্রায় ৫ লাখ প্রাণী প্রজাতির মধ্যে বিগ ক্যাটস্ও রয়েছে। আগামী ৫০ বছরের মধ্যে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বিলুপ্তির আশঙ্কা নিয়ে যখন গোটা পৃথিবী তোলপাড়, আমি তখন মে দিবসের ছুটিতে বেরিয়ে পড়েছি সেই লাভার উদ্দেশ্যে। আমার গাড়ি যাবে কোলাখাম। সেই

নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের পেট চিরে। যে নেওড়ার জঙ্গল এলাকায় হরকা বাহাদুর ওরফে আনমোল ছেত্রি তাঁর মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি করেছিলেন হলুদ-কালো রঙের ডোরাকাটা শের বাহাদুরকে।

প্রায় ৭৪০০ ফুট উচ্চতায় কালিম্পঙের পাহাড়ি শহর লাভা। পাইনে ছাওয়া পাহাড়। যাত্রা পথে মাঝে মাঝেই দুম করে ঘিরে ধরে মেঘের দল। ঢুকে পড়ে গাড়ির মধ্যেও। তখন অন্য প্রশান্তি। এই মেঘেদের লুকোচুরি খেলা দেখতে আর পাইনঘেরা পাহাড়ের মনকাড়া রূপ উপভোগ করতে দূর দূরান্তের মানুষ ছুটে আসেন লাভায়। এখানে আছে বিশাল বৌদ্ধ মনাস্ট্রিও। মনাস্ট্রির উপর থেকে লাভা শহর আর পাইনে ঘেরা পাহাড়ের শোভা আরও মনোমুগ্ধকর। আর এই লাভাই হল নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশদ্বার। এই জাতীয় উদ্যানের গা ছমছমে রাস্তা ধরে ৮ কিমি গেলেই স্বপ্নের মতন গ্রাম কোলাখাম। নেওড়া ভ্যালির গভীর জঙ্গলের মধ্যে সব বোল্ডার ফেলা রাস্তা হলেও এখন বেশিরভাগ এলাকায় পিচ ঢেলে মসৃণ করা হয়েছে। কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন বোল্ডার নাকি পিচ, সেসব কিছু মাথায় ছিল না। আমি ভুলেই গেছিলাম সঙ্গে স্বামী আছে। এমনিতেই উচ্চতায় ওর আতঙ্ক। তার মধ্যে চেপে ধরা জঙ্গল। রাস্তায় কোনও জনমানবের দেখা নেই। শুধুই লম্বা লম্বা গাছ আর বিচিত্র রকম ফার্নের ছড়াছড়ি। পাহাড়ি বাঁক ঘোরার সময় গাড়ির গতি কমলে গভীর জঙ্গল টের পাওয়া যায়। আচমকা দেখা যায় সামনে ব্যারিকেড। ড্রাইভার জানিয়ে দিল ওসব মেঘ ঘিরে আছে। আস্তে যেতে হবে। তখন মনে হচ্ছিল কোনওভাবে এই পথে যদি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে আনমোলের দেখা সেই টাইগার। আমি তখন অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে। পাহাড়, সবুজ, উদ্ধত পাইন, মায়াবী মেঘ আর বাঘবনের রোমাঞ্চের ঘেরাটোপে আছি। সম্বিৎ ফিরল হাজব্যান্ডের প্রশ্নে,‘আর কতদূর?’ তখন আমরা এমন একটা জায়গায়, যেখানে দিনের আলো ঢুকতে পারছে না। দেখতে দেখতেই পৌঁছে গেলাম সুন্দরী কোলাখামে। অপূর্ব এক পাহাড়ি গ্রাম। জঙ্গলে ঘেরা। যেন ফ্রেমে বাঁধানো। কাছেই ছাঙ্গে ফল্স ও চেল নদী। চোখ জুড়িয়ে দেওয়ার মতো ছবি। না দেখলে বোঝা কঠিন। সময় থমকে থাকে যেন। চোখ খানিক তুললেই উন্মুক্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা, পানডিমের তুষারাবৃত শিখর। আর নাম না জানা অজস্র পাখির ডাকাডাকি যেন মন মাতাল করা মিউজিক রচনা করে যায়। দেবস্মিতা বলল, ‘এবার ফিরতে হবে, চলো’। আমি তখনও ডুবে আছি সম্পূর্ণ। আচমকা কিসের যেন আওয়াজে শিউরে উঠলো গা।

হাজব্যান্ডকে বললাম, কিছু শুনতে পেলে?

ও বলল, ‘না তো!’ আমি হয়তো দেখতে পেলাম, জঙ্গলের কোনও এক কোণ থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার টা টা দিচ্ছে। ঝুপ করে আরও এক দলা মেঘ নেমে এলো। চারপাশে আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।

১০ পঞ্চায়েতে সোক-পিট গড়ছে মহকুমা পরিষদ

দুরন্ত প্রতিবেদন

গ্রামের যেখানে সেখানে জমা জল রাখতে চায় না শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। জমা জল মানেই নানান রোগের আঁতুড় ঘর আর চূড়ান্ত দৃশ্য দূষণ। গ্রামের চেহারা পাল্টে দিতেই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় আপাতত শিলিগুড়ির ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 'জলশোষক গর্ত' অর্থ্যাৎ সোক-পিট গড়ার প্রকল্প হাতে নিয়েছে মহকুমা পরিষদ। ইতিমধ্যে কাজও শুরু হয়ে গেছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গ্রামের ছবি যেমন পাল্টে যাবে, তেমনি অনেক রোগব্যাধি নির্মূল হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান,'গ্রামের বাড়িগুলিতে সাধারণত যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তা হল, নলকূপ কিংবা কুয়োর পাড়ে একটা বড় গর্ত। সেখানে স্নান, কাপড়-কাঁচার জল থেকে প্রস্রাব এসে জমা হয়। সারাবছর এই জল জমেই থাকে। যেখানে মশার লার্ভারা কিলবিল করে। যার কারণে ডেঙ্গি থেকে ম্যালেরিয়া, নানান জ্বর থেকে আরও অনেক রোগব্যাধি ছড়ায়। বাড়ির পাশে এমন নোংরা ডোবা থাকায় দেখতেও ভীষণ খারাপ লাগে। আমরা এই ছবিটা বদলাতে চাই। তাই স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনেই এবারে সোক-পিট তৈরি করতে চলেছি।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক

প্রেম কুমার বরদেওয়া জানান,'আপাতত আমরা ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বেছে নিয়েছি। এখানে ধাপে ধাপে কাজগুলি হবে।' সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান, আমরা পর্যায়ক্রমে কাজটি করব। প্রথম পর্যায়ে স্কুল, কলেজ, আইসিডিএস, সরকারি দপ্তর, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কাজ হবে। এরপর মার্কেট এলাকা, হাট-বাজারে তৈরি করা হবে। পরবর্তীতে পাড়ায় পাড়ায় কিছু পরিবার পিছু একটি করে সোকপিট তৈরি করে দেওয়া হবে। যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে না, সেইসমস্ত এলাকায় নিকাশীনালার শেষ প্রান্তে সোক-পিট হবে। যাতে শেষ পর্যন্ত জল জমে না থাকে।' এককেটা সোক-পিটের জন্য ন্যূনতম ১৫-৩০ হাজার টাকা খরচ করা হবে। মহকুমা পরিষদ সূত্রে জানানো হয়েছে, সোক-পিটগুলিতে বালি পাথর ব্যবহার করা হবে। এই প্রকল্প মূলত ধূসর জলের প্রক্রিয়াকরণ। জল যাতে পরিস্রুত হয়ে আপার কিছুটা হলেও ভূ-গর্ভে পৌঁছায় অর্থ্যাৎ মাটিকে রিচার্জ করে, সেই উদ্দেশ্য থাকবে। ১০ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ শেষ হলে পরবর্তীতে ২২টি পঞ্চায়েতেই এই প্রকল্প রূপায়ন করা হবে।

বর্ষপূর্তির কর্মসূচি

শুধু মহকুমা পরিষদ নয়, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিও বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান করছে। এদিন লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত যেমন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে, তেমনি মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের জন্য সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণের কর্মসূচি নেয়। উভয় অনুষ্ঠানেই হাজির ছিলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস সহ সমস্ত কর্মাধ্যক্ষ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষরা। পাশাপাশি মূল অনুষ্ঠান সফল করতে এদিন শেষ পর্বের চূড়ান্ত বৈঠক করা হয় মহকুমা পরিষদ সভাকক্ষে। সেখানে মহকুমা পরিষদের সমস্ত আধিকারিক সহ সকল কর্মাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পাতার পর

উন্নয়ন করে দেখিয়ে দিতে চাই : অরুণ

ফলে শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকায় এবার রেকর্ড কাজ হবে।' উন্নয়নে কী কী পরিকল্পনা রয়েছে, সে ব্যাপারে জানতে চাইলে সভাধিপতির অকপট জবাব,'সব রাস্তা পাকা, ঘরে ঘরে পানীয় জল, শহরের মতো গ্রামেও জঞ্জাল ব্যবস্থাপনার মতো কাজ তো করবই, পাশাপাশি গ্রামে ক্রীড়াচর্চায় যেমন জোর দিতে চাই, সেইসঙ্গে কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পায়নের পরিবেশ তৈরি করব। এসব কারণেই আমরা ল্যান্ডব্যাঙ্কের উদ্যোগ নিয়েছি। দখল হয়ে যাওয়া সরকারি জমি পুনরুদ্ধারে মন দিয়েছি। ওই সব জমি উদ্ধার করে সেখানে শিল্পপতিদের আহ্বান করব। আমরা মহকুমা পরিষদ এলাকায় একটি দুটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম গড়ার পরিকল্পনা করছি। যাতে করে গ্রামীণ ছেলেমেয়েরাও টেবিল টেনিস, ভলিবল, ব্যাটমিন্টন, বক্সিং, দাবার মতো খেলায় পারদর্শীতা দেখাতে পারে।' সভাধিপতির সাফ কথা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গতানুগতিক কিছু কাজ থাকে, যা করতে হয়, সেটা করব। কিন্তু সেসবের বাইরে গিয়েও একটা ছাপ রেখে যেতে চাই।

চার পাতার পর

অনিলে অনিল আজও

বাড়ি থেকে অনিল বিশ্বাস ভবন, মহকুমা পরিষদ থেকে জিটিএস ক্লাবে সেদিন অজস্র মানুষ তাঁকে শেষ বিদায় জানাতে হাজির হয়েছিলেন। আর যারাই সেদিন এসেছেন, সকলের মুখ থেকে শুধু আক্ষেপ ছড়িয়েছে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সিপিআই(এম) দার্জিলিং জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যও ছিলেন তিনি।

অনিল সাহার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ও সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক সূর্য মিশ্র। অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকাররা তো অনিল সাহার রোজকার আন্দোলনের সাথী ছিলেন। মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তাপস সরকার, পার্টিনেতা সমন পাঠক, গৌতম ঘোষ, কালু ভৌমিক, দিলীপ সিং, মুকুল সেনগুপ্ত, জয় চক্রবর্তী, সিপিআই(এমএল) নেতা অভিজিৎ মজুমদার, প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক শঙ্কর মালাকার, কংগ্রেস নেতা সুজয় ঘটক, সারা ভারত কৃষকসভার জেলা সম্পাদক ঝরেন রায়, সিআইটিইউ নেতা বিমল পাল, এআইসিসিটিইউ নেতা বাসুদেব বোস, এবিটিএ নেতা বিশ্বনাথ দত্ত, সৌরভ সরকার, সৌরভ দাস, সৃজন সেনার পার্থপ্রতিম মিত্র, অজয় মৈত্র, খোখো কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের রাজা দত্ত মজুমদার থেকে কে না এসেছিলেন সেদিন। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কৃষকসভার জেলা সভাপতি কে বি ওয়াতার। বিমুখ হতে পারেননি তৃণমূল নেতা গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার, বেদব্রত দত্তরাও। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও। আজ তিনি নেই, কিন্তু তরাইয়ের গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক, গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা, জরুরী অবস্থার সময় জেল খাটার কথা এবং কিছুদিন আত্মগোপন থাকার কথা আজও চর্চিত হয় এখানে সেখানে। আলোচনা হয় তাঁর ত্যাগের কথা। প্রথম জীবনে অনিল সাহা ডাক বিভাগে চাকরি করতেন। সেখান কর্মচারীদের সংগঠিত করতে গিয়ে ছাঁটাই হয়েছিলেন। তারপরই জড়িয়ে পড়েন কৃষক আন্দোলনের সাথে। তাঁর সেই একনিষ্ঠ আন্দোলন আজকের সময়ে কল্পনা করাও কঠিন।

এমন একজন লড়াকু মানুষ শেষদিকে নিদারুন কোমরের ব্যথায় ভুগছিলেন। মৃত্যুর বছরখানেক আগে তাঁর প্রস্টেটে ক্যান্সার ধরা পড়ে। তার জন্য রেডিওথেরাপি চলেছে। কিন্তু কোনওকিছুই কাজে লাগেনি। আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর কাজ ও স্মৃতি মহকুমা পরিষদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শহরে 'শহরতলি'র উৎসব

দুরন্ত প্রতিবেদন: 'শহরতলি'। একটি প্রকাশনা সংস্থার নাম। কর্ণধার তরতাজা এক তরুণ। হাবেভাবে প্রকাশকের ছাপ নেই। ২০১৭ সাল থেকে এ যাবৎ অন্তত ৭০ জন লেখকের বই প্রকাশ করেছেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ থেকে রকমারি গদ্যের বই করে উত্তরবঙ্গে তো বটেই বাংলা প্রকাশনার জগতেও ছাপ ফেলতে পেরেছেন প্রকাশক তন্ময় বসাক। সেই তন্ময় ১৬ জুলাই 'শহরতলি উৎসব' এর আয়োজন করেন। স্থান ঠিক হয় শিলিগুড়ি শহরে বইয়ের গন্ধ ছড়িয়ে দেওয়া 'চন্ডাল বুকস'এ। যেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয় গোটা উত্তরবঙ্গ সহ কলকাতার সেইসব লেখক কবিদের, যাদের বই প্রকাশ করেছেন তন্ময়। উদ্দেশ্য লেখকদের সঙ্গে প্রকাশকের যোগাযোগ নিবিড় করা। পাশাপাশি গল্প কবিতা নিয়ে একটা দিন হুল্লোড় করা। তাই সেদিনের উৎসবে আমন্ত্রিত ছিলেন শিলিগুড়ির সব তরুণ কবিদের দল। কবির ঝাঁক ছুটে এসেছিল ডুয়ার্স, তরাই, রাজনগর থেকেও। কবিতার সঙ্গে এসে পৌঁছায় সুর ও সঙ্গীত। ভাওয়াইয়ার মাদকতা। ফলে উৎসব জমে ওঠে। কোচবিহার থেকে সুবীর সরকার থেকে তরুণ কবি পীযুষ সরকার, তরুণ কথাসাহিত্যিক অগ্রদীপ দত্ত, তরুণ প্রকাশক সুকান্ত দাস, কৃত্তিবাস পুরস্কার জয়ী পঙ্কজ ঘোষ, বাচিক শিল্পী পার্থপ্রতীম পান, শৌভিক বণিক, রিমি দে, স্বাগতা ঘোষ, শিপ্রা পাল, শ্রেয়সী চ্যাটার্জি, মৌমিতা দাস, শুভ্রদীপ রায়, শতানীক রায় থেকে অনেকে। সন্দীপন দত্তের প্রাণখোলা সঞ্চালনায় উৎসবও প্রাণ খুঁজে পেয়েছিল। এভাবে কি প্রকাশকরা সর্বত্র লেখক কবিদের নিয়ে উৎসবে মাতেন ? ছোঁয়াচে রোগের মতো এই উৎসবগুলি ছড়িয়ে পড়ার ভীষণ দরকার এই সময়ে।

৫০ বছরে দামামা' প্রযোজনা ও একটি প্রতিক্রিয়া

প্রণব কুমার চ্যাটার্জি

দামামা'র ৫০ বর্ষপূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠান হল নাটকের মধ্যে দিয়েই। দীনবন্ধু মঞ্চে। প্রথমদিন মঞ্চস্থ হল দুটি নাটক। দামামার প্রযোজনা। সুইসাইড ও ব্রেকিং নিউজ। প্রথমটির উপজীব্য গণধর্ষিতা একটি মেয়ের উপাখ্যান। সমস্ত নাটক জুড়ে রয়েছে ধর্ষিতা মেয়েটি বিভিন্ন অভিঘাতে ঘটনার ওঠা নামার সাথে তাল মিলিয়ে চলা। কিন্তু ধর্ষিতা অল্পবয়সী মেয়ের মধ্যে থাকা যে আতঙ্ক, সেটা খুব একটা পাওয়া গেল না। অথচ মায়ের অভিনয়ে সেটা ঠিকঠাক পাওয়া গেছে। সামাজিক পরিমন্ডলের লজ্জাজনক চাপের কাছে মেয়েটি শেষ পর্যন্ত সুইসাইড করে। না, এখানেই শেষ নয় নাটক। এবার মঞ্চ হয়ে যায় ইন্টারেক্টিভ....দর্শকমণ্ডলী হয়ে যান নাটকের অংশ। ৬০/৭০ এর দশকের এই মাধ্যমটি প্রয়োগ নিঃসন্দেহে বাড়তি পাওয়া। নির্দেশক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন ধর্ষিতাদের অমোঘ নিয়তি কি আত্মহনন....নাকি মানুষের সুস্থ বোধ পারে তাকে বাঁচার রসদ জোগাতে? মঞ্চ সফল নাটকটিতে আলোর কাজ ভাল তবে আবহ ও মিউজিক এফেক্ট বেশ উঁচু পর্দায় থাকায় কানে লাগছিল।

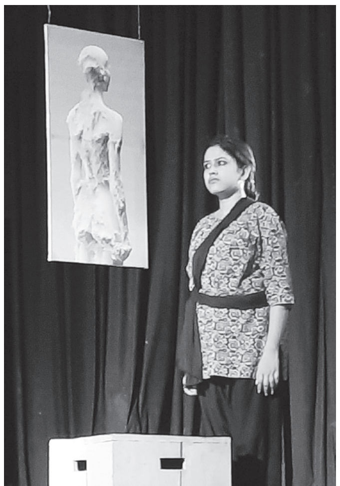

'ব্রেকিং নিউজ' নাটকটিতে ঘটনার বিন্যাসে গতি ছিল, অভিনয়ে পার্থ চৌধুরি বাকিদের থেকে অনন্য। যদিও নির্দেশক ও অভিনয় এই দুটিকে একই মাত্রায় টেনে নেওয়া দুরূহ কাজ। তা সত্ত্বেও পার্থ সেটি করেছেন। উপজীব্য এক ট্রাক ড্রাইভারকে কোম্পানির প্রয়োজনে কিছু অন্যায় কাজের দায় নিতে হয় এবং চাকরি খোয়াতে হয়। আজকের হলুদ জার্নালিজম সেটিকে লুফে নেয় এবং সেটিকে অত্যন্ত অমানবিক এক মোড়কে উপস্থাপনের নির্দেশ পায় মিডিয়া হাউসের রিপোর্টারেরা। ড্রাইভারের চাকরি ও সাংবাদিকতার চাকরি দুটিই অনিশ্চয়তার মুখে, শেষ পর্যন্ত ড্রাইভারকে ফাঁসিতে ঝোলানোর অভিনয় রেকর্ড করে সেটি সুখাদ্য খবরে উপস্থাপনের প্রচেষ্টায় ড্রাইভারটি মারা যায়। আজকের হলুদ সাংবাদিকতার মুখে এ নাটক সপাট থাপ্পড়। অভিনয়ে আরও একটু পেশাদারিত্ব দরকার ছিল। আলোকসম্পাত যথাযথ। যাই হোক ৫০ বছর ধরে নাটকে যাপন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং সে কাজে সফল। দামামা'র শ্রীবৃদ্ধি হোক।

মুগ্ধতা ছড়াল ওপেন সিক্রেটস

১২ জুলাই শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে মঞ্চস্থ হল 'উড়ন্ত তারাদের ছায়া'। ওপেন সিক্রেটস্ নাট্যসংস্থার নির্দেশনায়। যা দেখে সভাগৃহে উপস্থিত দর্শকরা একরাশ মুগ্ধতায় ভেসে গেলেন। অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন পুরো প্রযোজনায়। নাট্যকার পার্থ চৌধুরি জানান,'দেবাশিস যে দক্ষতায় নাটকটি নির্মাণ করেছেন, তার তুলনা বিরল। কোন সাধুবাদই যথেষ্ট নয় দেবাশিসের জন্য। অভিনয়-আলো-গান-আবহ সব মিলিয়ে নির্দেশক নান্দনিক যে উচ্চতায় নাটকটিকে বেঁধেছে তাতে রসসাগরে ভেসে গেছে দর্শককুল।' নাটকে প্রায় সকলের অভিনয় ভাল। তবে সঞ্জীব সরকার, তথাগত চৌধুরি, সায়ন্তন মৈত্র'র অভিনয় অনেকদিন মনে রাখবে দর্শক। আসুরিক শক্তি যে ভালবাসার কাছে পরাজিত হবেই, আর একবার মনে করাল এই নাটক।

দ্বিতীয় জলপ্রকল্প শুরুই হয়নি তৃতীয় জল প্রকল্পের পরিকল্পনা

দুরন্ত প্রতিবেদন: ১৯৯৪ সালের জলপ্রকল্পে আর পানীয় জলের চাহিদা মিটছে না শিলিগুড়ি শহরের। তার জন্য ২০০৯ সাল থেকে চলছে দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের পরিকল্পনা। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর মেয়র গৌতম দেব ৫১৯ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করাতে পেরেছেন। কিন্তু তাতে কী! মাসের পর মাস গেলেও সেই প্রকল্প বেশি এগোতে পারছে না। এদিকে শহরে জল সংকট মাত্রা ছাড়াতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় মেয়র নিজেই জানালেন যে, তাঁরা এবার তৃতীয় জলপ্রকল্পের পরিকল্পনা শুরু করেছেন। মেয়র গৌতম দেব জানান,'দ্বিতীয় জল প্রকল্পের টেন্ডারে এবার ৩টি এজেন্সি অংশ নিয়েছে। টেকনিক্যাল স্ক্রুটিনি চলছে। এই কাজ চলাকালীনই আমরা তৃতীয় জলপ্রকল্পের নকশা ও পরিকল্পনা করে রাখতে চাই। ইতিমধ্যে এটা নিয়ে আলোচনা চলছে। সেবকের দিক থেকে জল এনে সেটা সরবরাহের কথা ভাবছি। তাতে জল সরবরাহকারী পাইপলাইন বেশিদূর টানতে হবে না। প্রেসারের সমস্যাও হবে না। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই পরিকল্পনা করছি আমরা।'

উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি শহরের জন্য যে দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, তার জন্য গাজলডোবা থেকে জল নিয়ে আসার পরিকল্পনা হয়েছে। তিস্তা নদী থেকে সেই জল নিয়ে আসা হবে। এর জন্য অন্তত ২৪ কিলোমিটার রাস্তা পাইপ দিয়ে জল টেনে এনে পরে সেটা পরিশোধন করে শহরে সরবরাহ করতে হবে। এই প্রকল্প না হওয়া পর্যন্ত শহরের জলকষ্ট মিটবে না। ইতিমধ্যে একাধিক টেন্ডার হলেও কোনও এজেন্সি অংশ নেয়নি। শেষবার ৩টি সংস্থা অংশ নিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। টেকনিক্যাল স্ক্রুটিনির পর বিস্তারিত জানা যাবে। আদৌ এবারে জলপ্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হবে কিনা। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই মেয়র শহরের ঠিক উল্টো দিকে তৃতীয় জলপ্রকল্প রূপায়ন করতে চাইছেন। সেক্ষেত্রেও জলের উৎস হিসেবে তিস্তা নদীকেই ব্যবহার করা হবে। তবে সেই জল আনা হবে সেবকের দিক থেকে। ফলে দুই প্রান্তে দুটি জল প্রকল্প থাকলে শিলিগুড়িতে জল নিয়ে আর কোনও সমস্যা কখনই হবার সম্ভাবনা থাকবে না। তবে প্রশ্ন উঠেছে, একটা প্রকল্পের শুরুটাই তো হল না? তবে বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মেয়রের ভাবনাকে প্রশংসা করেছেন।

শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং গ্রামীণ এলাকার যেকোনো খবর, সংস্কৃতির সংবাদ লিখে পাঠান আমাদের কাছে

e-mail : saatdin@gmail.com

বে-আইনি, কড়া নির্দেশ মেয়রের

দুরন্ত প্রতিবেদন:

চম্পাসারির বে-আইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন মেয়র গৌতম দেব। পুর-আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের জানিয়ে দিলেন, চম্পাসারির অ্যাপার্টমেন্ট পরিদর্শন করতে এবং ডেভেলপার যাতে কোনওমতে বে-আইনি কাজ না করেন তা জানিয়ে দিতে। সেটা হলে কোনওমতেই বরদাস্ত করা হবে না।'

জানা গেছে, শিলিগুড়ি ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে ১২ তলার একটা অভিজাত অ্যাপার্টমেন্ট প্রায় হয়েই গেছে। বিভিন্ন অনলাইন সাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ওই অ্যাপার্টমেন্টের একেকটি ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে ৬৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকায়। আধুনিক সুবিধায় মোড়া এই অ্যাপার্টমেন্টের প্ল্যানে প্রবেশ পথ দেখানো হয়েছিল জাতীয় সড়কের দিকে। কিন্তু বাস্তবে এন্ট্রান্স রাখা হয়েছে উল্টো দিকের একটা সরু গলির মধ্যে। ফলে এত বিশাল অ্যাপার্টমেন্টের লোকজনের গাড়িঘোরা যখন বেরচ্ছে, তখন যানজটের পরিস্থিতি হচ্ছে। পাশাপাশি নিকাশী নালাতেও সমস্যা তৈরি করছে। বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে বিরোধীরা সোচ্চার হলেও এখনও পর্যন্ত আশাপ্রদ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি বলেই অভিযোগ। উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি চম্পাসারি মোড়ে মহানন্দা নদী মুখো দাঁড়িয়ে বাঘাযতীন কলোনীর দিকে তাকালে দুটি ১২ তলা বিল্ডিং দেখা যাবে। অভিযোগ ওই অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েই। বোর্ড মিটিংয়ে তোলা অভিযোগ অনুযায়ী, পাশ দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কের দিকে প্রবেশ দ্বার করা হবে বলে ১২ তলার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, কোনও বিল্ডিং কতটা উঁচু হতে পারে, তা নির্ভর করে প্রবেশ পথের সামনে কতটা চওড়া রাস্তা আছে। রাস্তা যত সরু হবে, বিল্ডিংও তত নীচু করতে হয়।

ওই ডেভেলপার তাই ১২ তলার অনুমোদন পেতে জাতীয় সড়ককে হাতিয়ার করেন। কিন্তু অভিযোগ বিল্ডিং তৈরি হবার পর প্রবেশ পথ তৈরি করা হয়েছে উল্টো দিকে সরু গলির মধ্যে। আর জাতীয় সড়কের দিকে পুরো রুদ্ধ করেই রাখা হয়েছে। ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মতে এই কাজ সম্পূর্ণ বে-আইনি। এতে করে গলিপথে যান চলাচলে যেমন সমস্যা হবে, তেমনই ৭২টি ফ্ল্যাট সহ গোটা অ্যাপার্টমেন্টের জল পেছনের নিকাশি নালায় এসে পড়লে বর্ষায় কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হবে।' শুধু তাই নয়, গোটা অ্যাপার্টমেন্টের পাঁচিলও বে-আইনি ভাবে তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নিয়মানুযায়ী ৫-৬ ফুটের বেশি উঁচু পাঁচিল করার নিয়ম নেই। সেটাও লঙ্ঘন করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি 'দুরন্ত সাতদিন' পত্রিকায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় তুলে ধরা হয়েছিল। তারই জেরে মেয়র কিছুটা হলেও নড়েচড়ে বসেছেন। তবে প্রবেশ পথ সঠিক জায়গায় না করলে বিরোধিরাও ছেড়ে কথা বলবেন না বলে জানিয়েছেন।

আক্রান্ত চতুর্থ স্তম্ভ, প্রতিবাদ

দুরন্ত প্রতিবেদন: পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরদিন যখন গোটা বাংলা ভোটের ফলাফল কী হবে তাই নিয়ে চর্চা করছে, তখন শিলিগুড়ির সাংবাদিকরা রাস্তায় নেমে এলেন। প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হলেন। এরপর গেলেন শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘরের সামনে থাকা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে। করলেন অবস্থান বিক্ষোভ।

না, এই দৃশ্য একেবারে নতুন নয়। এই অভাগা দেশে বারেবারে সাংবাদিকদের পথে নামতে হয়েছে। এখনও নামতে হয়। কারণ, সত্যি ঘটনাকে সামনে নিয়ে আসা আজকের সময়েও খুব সহজ কাজ নয়। সত্যি তুলে ধরার শাস্তি সাংবাদিক নিগ্রহ, সাংবাদিক হত্যা, সাংবাদিক অপহরণ। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাংবাদিকদের কাজে বাধা দেওয়া থেকে তাঁদের সংবাদ সংগ্রহ বন্ধ করে দেবার একাধিক উদাহরণ তৈরি হয়েছে। নাথুয়াহাটে নির্বিচারে সাংবাদিকদের নিগৃহীত করা হয়েছে। ভোটের ফলাফলের দিনও থেমে থাকেনি। গণনা কেন্দ্রে ঢোকার অনুমতি হিসেবে কমিশন কার্ড দিলেও ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়, ফলে রায়গঞ্জেরস সাংবাদিকরা ১০ জুলাই নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিচয়পত্র জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করে। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে সাংবাদিকদের ওপর এমন হামলা, মারধর, হুমকি দেদার চলেছে। ৯ জুলাই তারই প্রতিবাদে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবের সাংবাদিকরা প্রতিবাদে সরব হয়।

জানা গেছে, জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের নাথুয়াহাটে সাংবাদিকরা ব্যাপকভাবে নিগৃহীত হয়। যা নিয়ে গোটা রাজ্যে সমালোচনা চলে। সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদ স্বরূপ জার্নালিস্টস ক্লাবের সম্পাদক অংশুমান চক্রবর্তী, ইরফান এ আজম, অভিজিৎ সরকার, বিপিন রায়, অভিজিৎ সরকার, বৈজু আগরওয়াল, ভাস্কর বাগচী, সঞ্জীত সেনগুপ্ত, শুভদীপ রায় নন্দী, অভ্রবরণ চ্যাটার্জি প্রচুর সাংবাদিক প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। ঘটনায় প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না করলে গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়।

তবে পুলিশ প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে উচিৎ জবাব দিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। একদিকে নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তার ওপর গণনার দিনেও কমিশনের নানান ফতোয়ায় সংবাদ সংগ্রহ করাই অসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই নিয়ে সেখানে কমিশনের দেওয়া পরিচয় পত্র জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। নির্বাচন কমিশন সাংবাদিকদের জন্য দুটি পরিচয়পত্র প্রদান করে। একটি ভোটের দিন কভারেজের জন্য। অন্যটি গণনার দিন ফলাফলের খবর সম্প্রচার করার জন্য। যাদের কার্ড থাকে না, তাঁরা ভোটকেন্দ্র কিংবা গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এইবার কমিশন কার্ড ইস্যু করলেও সেই কার্ড নিয়েও সাংবাদিকরা অনেক জায়গায় গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছিল না। যা গণতন্ত্র বিরোধী। আর এই অন্যায়ের প্রতিবাদ যথাযথভাবে করেছে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাব। যে প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অলিপ মিত্র ও সভাপতি অমিত সরকার।

হুজুগে নিউজ পোর্টাল

দুরন্ত প্রতিবেদন: নিউজ পোর্টাল ধারণাটি অনেকদিনের। বাংলায় এই পোর্টালের দাপাদাপি শুরু হয়েছে করোনাকাল থেকে। লকডাউনে নিউজপোর্টাল যেভাবে রোজকার পরিস্থিতি তুলে ধরেছে, তাতে মানুষ ঘরে বসে সেসব দেখে আশ্বস্ত থাকতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন, কখন কী করতে হবে। ফলে ওই সময় প্রচুর নিউজ পোর্টাল জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যায়। কিন্তু অতিমারি কেটে যাবার পর ক্রমেই নিউজ পোর্টালগুলি যন্ত্রণার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও নতুনত্ব নেই। গতে বাঁধা খবর। সব পোর্টালে একই খবরের ঝনঝনানি। বেশিরভাগ পোর্টালে আবার খবরটাই উধাও। বাকি সব আছে। যে কারও সাংবাদিক সম্মেলন লাইভ করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখানকার খবরটি ঠিক কী, তা নিয়ে কোনও বক্তব্য নেই।

ইদানিং আবার যে কারও হুজুগ উঠলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিউজ পেজ খুলে দিচ্ছেন। তারপর বুম তৈরি করে ময়দানে নেমে পড়ছেন। কোনটা সংবাদ, কোনটা প্রচার করা সঠিক নয়, তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। অথচ দিব্যি চলছে পোর্টাল। রাজনৈতিক নেতারা আবার নিজেদের স্বার্থে যে কোনও নিউজ পোর্টালেরই পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। এতে করে বিনা খরচে নিজেদের প্রচারের আলোয় রাখা সম্ভব হচ্ছে। বাগডোগরার নীতিন শর্মা নামের এক ব্যবসায়ী জানান,'নিউজ পোর্টাল হওয়ায় আমরা মুহূর্তের খবর জানতে পারছি। কিন্তু কোনও পোর্টালেই সম্পূর্ণ খবর পাওয়া যায় না। পরিবেশনা এতই বাজে যে ঘটনা বলতে গিয়ে কোথায় ঘটনা সেটা বলতেই ভুলে যাচ্ছে। আবার একই কথা বারংবার বলতে থাকায় বিরক্তিকর হয়ে পড়ছে। শেষে দেখা যাচ্ছে ঘটনার মধ্যে থাকা প্রকৃত সংবাদটাই তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। এভাবে কোনও পোর্টাল চললে, দীর্ঘদিন টিঁকে থাকতে পারবে না।' শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আইটি ব্যবসায়ী জানান,'পোর্টালগুলি এখন বিজ্ঞাপন তোলার এজেন্সি হয়ে উঠেছে। খবর করার জন্যও অনেকে অর্থ চেয়ে বসছেন। ফলে বুঝে ওঠা মুশকিল হচ্ছে কোনটা প্রকৃত নিউজ পোর্টাল আর কোন্টা তোলবাজির ফ্যাক্টরি।' তবে এসবের মধ্যেও একটি দুটি ভাল মানের পোর্টাল মাথা তোলার চেষ্টা করছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে শহরে ছড়িয়ে আছে সেসব। কিন্তু স্পন্সরের অভাবে ভাল উদ্যোগগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। উত্তরবঙ্গের অনেক লেখক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষকদের অভিমত, প্রতিটি জেলার প্রেস ক্লাবগুলি চাইলে পোর্টালগুলিকে একটি গ্রহনযোগ্যতার স্তরে পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু কথা হল, সেই উদ্যোগটা নেবে কে, সেটাই বড় প্রশ্ন।

অ্যালবামে উন্নয়ণ

নিকাশি নালা তৈরীর শিলান্যাস। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতে। ছবি: অসীম দাস

পাবলিক হেলথ ইউনিটের শিলান্যাস। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। ছবি: অসীম দাস

ভূমিহীনদের পাট্টা বিলি। নকশালবাড়ি ব্লক অফিসে। ছবি: অসীম দাস

নিকাশি নালার উদ্বোধন। আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতে। ছবি: অসীম দাস

মাটিগাড়া ব্লক ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের আয়োজনে জয় জোহার মেলা। ছবি: অসীম দাস

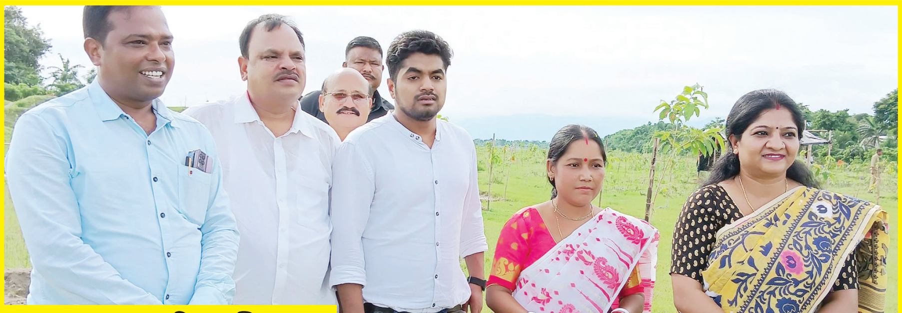
বনমহোৎসব। ছবি: অসীম দাস

ভানুভক্ত জন্ম জয়ন্তী সমারোহ। ছবি: অসীম দাস

মহাসিংজোতে নদীর ওপর সেতুর কাজের শিলান্যাস। হাতিঘিষায়। ছবি: অসীম দাস

এস.ডাব্লুউ.এম প্রকল্পে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের উদ্বোধন। মাটিগাড়ায়। ছবি: অসীম দাস

Owned by Md. Jabbar Ali, Milanpally, Islampur, Uttar Dinajpur, WB, Pin : 7333202, Mob-9434962451, Published by Alok Kr. Sarkar, Arobinda Pally Main Road, Siliguri, Darjeeling, Mob-8617008175, Printed by Darpan Publication Pvt limited, 3rd mile, Sevok Road, Siliguri-734008 | RNI Registration No. WBBEN/2009/30683, Registered : Postal Regi. No. WB/NBSR/BLH - 0007/2010-2012. Editor- Md. Jabbar Ali, Executive Editor- Alok Kr. Sarkar.